নানা কথা কয়ে আর প্রবোধ বাক্যে মাষ্টার মহাশয়কে শান্ত্বনা করতে লাগলেন। মাষ্টার মনে মনে টের পেয়েছিলেন যে কার্য্যটী হারানন্দের, কিন্তু সে কথা উত্থাপন করে বৃথা হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে সে বিষয়ের কোন কথাই সে দিন ক্লাশে উত্থাপন করেন নাই। মাষ্টার মহাশয়ের অধোদেশের বস্ত্রে শোণিতের বিন্দু বিন্দু দাগ লেগেছিল, পাছে অন্যান্য শিক্ষকগণ শোণিত পাতের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সেই আশঙ্কায় সেদিন তিনি একটার সময় বিশ্রাম করতে বিশ্রাম গৃহে গমন করেন নাই, ক্লাশেই বসে খপরের কাগচ পড়ে অবসর সময় টুকু কাটিয়ে ছিলেন। সেদিন কার অধ্যাপনা কার্য্য কথঞ্চিৎ রূপে সমাপন করেছিলেম, সমস্ত সময়ই অন্যমনস্ক, এই অত্যাচারের বিহিত কি তাই সমস্ত দিবস মনে মনে স্থির করে ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালকেরা গৃহে গমন করলে, মাষ্টার মহাশয় স্বগৃহে প্রতিগমন করে, শোণিত চিহ্ন বস্ত্র ত্যাগকরে, আর হাতে মুখে জল দিয়ে তখনি বাড়ী থেকে যাত্রাকরে হারানন্দ বাবুর বাটীতে গমন করে থাকেন। হারানন্দ বাবু তখন জলযোগ করে বৈটকখানায় বার দিয়ে বসেছেন আর তাঁর প্রাইভেট শিক্ষকও বড় মানুষের বাড়ীর ওমেদোয়ারের মতন, সামনে ঘণ্টার গরুড়ের ন্যায় বসে আছেন; তখনও পাঠ আরম্ভ হয় নাই, গুরু শিষ্যে মিষ্টালাপ হচ্ছিল। ইস্কুল মাষ্টারকে সমাগত দেখে, হারানন্দ বাবু সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে আদরের সহিত মাষ্টার মহাশয়কে অভ্য-

র্থনা করে বসালেন। ইস্কুল মাষ্টার উপবেশনান্তে উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয় লয়ে তাঁকে সমব্যবসায়ী দেখে, হারানন্দ বাবুকে পড়াতে অনুমতি করলেন। প্রাইভেট দেখলেন মহাবিভ্রাট, আজ বুঝি আমার অন্নটী উঠে, সশঙ্কিত মনে ভয়ে ভয়ে পড়া বলে দিতে আরম্ভ করলেন। ইস্কুল মাষ্টার দুচার কথা শুনেই প্রাইভেটের বিদ্যার দৌউড় বুঝতে পারলেন, কিন্তু মৌখিক প্রাইভেটকে মিষ্ট কথার দ্বারা উৎসাহিত আর আপ্যায়িত করলেন। সে রাত্রে আর খোসগল্প হোল না, কাজেই প্রাইভেট আপনার কাজ সেরে বিদায় গ্রহণ করলেন। হারানন্দ বাবুর বৈটকখানা থেকে প্রাইভেটের অবসর হবার পর ইস্কুল মাষ্টার যে জন্য বাবুর কাছে এসেছেন সেই বিষয় উথাপন করবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করে বল্লেন "হারানন্দ বাবু আমি তোমায় অত্যন্ত স্নেহ করি, তোমার স্বর্গীয় পিতার সহিত আমার যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, তুমি কিছু লেখাপড়া শেখ, বিদ্বান হও, সেটী আমার নিতান্ত ইচ্ছা, কিন্তু তুমি বালক স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য বশত আমার অভিপ্রায় বুঝতে নাপেরে আমার প্রতি যে তুমি বিদ্বেষ ভাব ধারণ করেছ, সেটী তোমার অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। একবার মনে মনে ভেবে দেখ দেখি অদ্যকার কাজটী কি তোমার ভাল করা হয়েছে? পিতা, মাতা, গুরু এঁরা সন্তান এবং শিষ্যের ভাবী মঙ্গল কামনাতেই তাদের প্রতি সময়ে সময়ে রুক্ষ ভাব ধারণ করে থাকেন, আর

শাস্তি বিধানও করে থাকেন, কিন্তু সেটী আন্তরিক নয় কেবল বাহ্যিক মাত্র।” হারানন্দ মাষ্টারের আগমনেই তিনি কি জন্য এসেছেন সেটী ঠাউরে ছিলেন, এখন গৌরচন্দ্রিকা পাঠেই শশব্যস্ত হয়ে প্রত্যুত্তর কল্লেন, “মাষ্টার মহাশয়! আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আজকার কাণ্ড আমা হতে নিষ্পাদিত হয়েছে ইটী আপনি মনেও করবেন না।” মাষ্টার বল্লেন, “বাপু আর তোমার মিথ্যাকথা কয়ে গোপন করবার আবশ্যক নাই, যেই করুক কাজটী যে অন্যায় তাত তুমি স্বীকার কর।” হারানন্দ বাবু উত্তর করলেন “আজ্ঞে তাতে আর সন্দেহ কি আছে।” মাষ্টার বল্লেন “হারানন্দ বাবু! আমি ভালরূপে অবগত আছি ক্লাশের সকল ছাত্রেই তোমাকে ভয় করে, অতএব আমার তোমার নিকটে এই অভি-প্রায়ে আসা যে, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার আমার উপর আর না হয় সেটী তোমায় করতে হবে। আমিও তোমার নিকট আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কচ্চি পড়া শুনার জন্য আর আমি তোমায় কোন কথা বলব না, ইচ্ছা হয় তুমি পাঠ করো না হয় না করো” হারানন্দ বাবু মাষ্টারের নিকট স্বীকার কল্লেন আর উত্তর কালে তাঁর উপর কোন কুব্যবহার হবে না, মাষ্টার মহাশয়ও সন্তোষ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন কল্লেন। হারানন্দ বাবুর লেখা পড়ার সেই দিন থেকেই উত্থাপন হলো। চোর চায় ভাঙ্গাবেড়া, তাই তাঁর পক্ষে হয়ে দাঁড়াল। পাছে ক্লাশের বালকদের কাছে অপমানিত হতে হয়, এই

ভয়েই সময়ে সময়ে একএকবার কেতাব খুলতেন, এখন সে ভয় দূর হলো, কেতাব খোলাও বন্দ হলো। পাঠক! আপনি বুঝ্‌তে পাচ্চেন এরূপ স্থলে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে সেইরূপই হারানন্দ বাবুর অদৃষ্টে ঘটনা হয়েছিল। হারানন্দ বাবু কিন্তু পরীক্ষার সময় যতদূর পরীক্ষা দিতে পারুন বা না পারুন তিনি এক এক খানি প্রাইজও পেতেন আর ক্লাশও উঠতেন। পাঠক! তার কারণ হারানন্দ বাবু যে ক্লাশে পড়তেন যদি সেই ক্লাশের শিক্ষকের ক্ষমতা থাকত তা হলে তিনি একমাস পরেই বাবুকে তার ক্লাশ থেকে অন্য ক্লাশে তুলে দিতেন, পাছে প্রাইজ না পেলে বাবু রাগত হয়ে শিক্ষকের উপর কোন অত্যাচার করেন সেই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য পরীক্ষার কালে বাবুর পক্ষে ভাল রিপোর্ট করতেন। এইরূপে হারানন্দ বাবু ক্রমে ষোল বৎসর বয়ক্রম কালে ইস্কুলের সিনিয়র প্রথম ক্লাশে উঠেছিলেন। সেই ক্লাশে বাঙ্গালী মাষ্টার ছিল না, একজন ইংরেজ শিক্ষক ছিলেন। হারানন্দ বাবু দেখলেন যে ভীরু বাঙ্গালীদের হাত থেকেত মানে মানে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, এখন কি উপায়ে, কি কৌশলে সাহেবকে বশীভুত করে কার্য্য উদ্ধার করে লবেন। ভেবে স্থির কল্লেন যে "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।" হেড মাষ্টারকে প্রাইভেট শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতি সন্তোষ থাকবেন। হারানন্দ বাবু সেই দিনই মায়ের কাছে আর মাতামহ মহাশয়ের নিকট ইস্কুলের ফেরত এসে বল্লেন যে, এবার

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিতে হবে অতএব একজন ভাল সুশিক্ষিত সাহেব মাষ্টার বাড়ীতে নিযুক্ত না করলে, কোন মতেই কৃত কার্য্য হবার সম্ভাবনা নাই। মা আর মাতামহ তৎক্ষণেই সম্মত হলেন, হারানন্দ বাবু তার পর দিন বিদ্যালয়ে মাষ্টারের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাঁকে সম্মত কল্লেন। হপ্তায় তিন দিন সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা করে সাহেব বাবুর গৃহে গিয়ে পড়াবেন, বেতন পঞ্চাশ টাকা সাব্যস্ত হলো। এইরূপে হারানন্দ বাবুকে শিক্ষা দেবার জন্য সাহেব মাষ্টার নিযুক্ত হলো, সাহেব মাস খানেক শিক্ষা দেবার পরেই বুঝলেন যে বাবুর বিদ্যাসাধ্য কিছুই হবে না, তবে মাসিক পঞ্চাশটা টাকাও ছাড়া হবে না, সুতরাং তিনিও গরীব ভেতো বাঙ্গালীর পথের পথিক হলেন। হপ্তায় যে তিন দিন আসতেন তিনিও গল্প গুজব করে সময় টুকু কাটাতে সুরু কল্লেন। সায়েব মাষ্টার রেখে বাবুর দুটী অতিরিক্ত গুণ অভ্যাস হয়েছিল, একটী সুরাপান আর একটী ইংরাজিতে ব্যাকরণ অশুদ্ধ কথা কওয়া।

হারানন্দ বাবুর পিতা মৃত্যু শয্যাতে যে উপদেশটী দিয়ে গিয়ে ছিলেন, সেটী বাবুর মনেও একবার উদয় হয় নাই। এখন ব্যয় বেড়ে উঠল, বাবুর ইস্কুলের বেতন, সাহেব মাষ্টারের বেতন, বাবুর জলপান পোশাক, মাঝে মাঝে মুল্যবান পুস্তক খরিদ, তার উপর আবার সাহেব মাষ্টারের রিসেপসন জন্য সুরা ক্রয়। সেরী, স্যামপেন, ক্লারেট, পোর্ট প্রভৃতি নানা বিধ সুরা সাহেবের জন্য হারানন্দ

বাবু আনাতে লাগলেন, একটী সাধারণ কথায় আছে "পোর নামে পোয়াতী বত্তায়" তাই হয়ে উঠল। বাবুর ইস্কুলে যাতায়াত জন্য পূর্ব্বে পালকী বরাদ্দ ছিল, এখন সাহেবকে হপ্তায় তিন বার করে আনতে হয় সে জন্য একখানি সেকেন হেণ্ড আপীস যান আর একটী আদবয়সী ষ্টট্‌ব্রেড ঘোড়া খরিদ হলো, ক্রমে ব্যয় এত বেড়ে উঠল যে সময়েঽ হারানন্দ বাবুর মাকে তাঁর স্ত্রীধন থেকে বাবুর লেখা পড়ার ব্যয়ের আনুকূল্য করতে হতো। এই সময় হারানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় পরলোক গমন করেন, তিনিও বাবুর পিতার ন্যায় সমাজে মান্য গণ্য ছিলেন। কোম্পানির আপিসে একটী উচ্চ কাজ করতেন, বেতনও বিলক্ষণ মোটা ছিল,—মাসিক ৭৫০ টাকা। কিন্তু তিনি খরচে ছিলেন, দান খয়রাত, ক্রিয়া কলাপ করা ছিল, কাজেই গুণতি টাকায় কুলান হতো না, মাঝে মাঝে হারা-নন্দ বাবুর পিতার ইষ্টেটের আয় থেকে কর্জ্জ স্বরূপ দুশো পাঁচশো লতেন। ঋণ বলে লতেন বটে কিন্তু একবারো উপুড় হস্ত করেন নাই। হারানন্দ বাবুর মাতামহ আর জ্যেষ্ঠ তাত এঁদের উভয়ে ইষ্টেটের যা আয় হতো অধিকাংশই আত্মসাৎ করতেন, কেবল যাতে হারানন্দ বাবুর মাতা আর তাঁর ভগ্নী আর তিনি খেতে পোরতে পান, আর সংসারের অন্যান্য ন্যায্য খরচ পত্র গুলি চলে সেইরূপ পরিমানেই তাঁদের দোয়া হোত। জ্যেষ্ঠতাত ভাগাদার মহাশয়ের মৃত্যু থেকেই মাতামহ মহাশয়ের "কচে বারো" পড়তা পড়ল, সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা, এখন

মাতামহ মহাশয় নামটী পরিবর্ত্তন হয়ে কর্ত্তামহাশয় নামে পরিচিত হলেন। হারানন্দ যাতে বোয়ে যায়, যাতে বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ না দিতে পারে সেইরূপ কাজে তিনি হারানন্দকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। হারানন্দ বাবু যে সুরাপান করতে আরম্ভ করেছেন, অপব্যয়ীদের পথের পথিক হয়েছেন, সেটী তিনি জানতে পেরেও তার কোন প্রতীকারের চেষ্টা করেন নাই, প্রত্যুত যাতে হারানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে মাতাল হয়ে উঠে, তারি তিনি যত্ন করে ছিলেন। বুদ্ধিমান লোকেরা পূর্ব্বাহ্ন থেকেই সাবধান হয়ে থাকেন হারানন্দ বাবুর মাতামহ দেখলেন বাবু আর এক বৎসর পরেই বয়ঃপ্রাপ্ত হবেন, সে সময় তিনি যাতে তাঁর হাত থেকে বিষয় আসয়ের ভারটী না লন তারি ষোল আনারকম তদ্‌বিরে থাকলেন। হারানন্দ বাবুর ইস্কুলের পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে এল, সাহেব শিক্ষকও দেখলেন তাঁর আর অধিক দিন চলবে না, হারানন্দ সাহেবকে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে পারলে হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সেটী যে তাঁর ভাগ্যে ঘটনা হবে সে আশা দুরাশা জেনে অগ্রেই সে টাকাটী হস্তগত করবার জন্য একটী সাহেবী ফন্দি খাটিয়েছিলেন। হেড মাষ্টারের একটী যুবতী কন্যা ছিল, তাঁর শুভ বিবাহ উপস্থিত, কিছু টাকার বড় আবশ্যক বাবকে জানালেন। বাবু মনে মনে ভাবলেন যদি এ সময় মাষ্টারকে কিছু টাকা দিয়ে হস্তগত করতে পারি তা হলে সাহেবের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হবার সম্ভাবনা।

রেজিষ্টরী নং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

হুতম!

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নকসা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্ ॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ৭

কলিকাতা শনিবার। ২৩সে জ্যৈষ্ঠ। ইং ৬ই জুন।

সংবৎ ১৯৩ সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২৷৷০ ,,
মাসিক	,,	।৵০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাশুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মুল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় ।০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঁক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার ।৴০ দেড় আনা, তদধিক ।০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

এইটী স্থির করে হারানন্দ বাবু মায়ের কাছে সাহেবকে হাজার টাকা ধার দিয়ে আনুকূল্য করবার কথা উত্থাপন করলেন। বাবুর মা তাঁর পিতার সহিত পরামর্শের পর টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য স্থির করে সাহেবকে টাকা দেওয়া হবে হারানন্দকে বলতে বল্লেন! হাতে সে সময় টাকা ছিল না, কি হবে, সুতরাং ধার করে টাকা দিতে হবে এই কৌশল করে মাতামহ মহাশয় হারানন্দের ভগ্নীর গাত্রের আভরণগুলি খুলে লয়ে, আপনার গৃহে পাঠিয়ে দিলেন, আর বাহির বাটী থেকে টাকা হারানন্দ বাবুকে প্রদান কল্লেন। পর দিবস সাহেব পড়াতে এলে হারানন্দ বাবু হাসতে হাসতে বল্লেন যে, টাকা সংগ্রহ হয়েছে। সাহেব একখানি হেণ্ডনোট লিখে টাকা গ্রহণ কল্লেন, কিন্তু হারানন্দ বাবুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা ধার্য্য থাকল যে, যদি হারানন্দ এবার পরীক্ষায় পাশ হন, তাহলে সাহেবকে ঐ টাকা ফেরত দিতে হবেনা। এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বে পরীক্ষায় এত কড়াকড় ছিল না, হেডমাষ্টার পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পূর্ব্বেই জানতে পারতেন। সাহেব হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না, সেই প্রশ্নগুলি হারানন্দকে পাকতপ্রকারে আভাসে বলে দিলেন। হারানন্দ বাবু সেইগুলি, পরীক্ষার হপ্তা দুই পূর্ব্বথেকে ভালকরে অভ্যাস করতে লাগলেন। পরীক্ষার পূর্ব্বদিন সাহেব বাবুকে হাসতে হাসতে বল্লেন "হারানন্দ তুমি যে পরীক্ষায় পাশ হবে, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব তুমি যে আমার হাওলাতী টাকাটী

পাশ হলে আমায় ফেরত দিতে হবে না স্বীকার করেছ, সেটী আমায় লিখে দাও।” হারানন্দ বাবু পূর্ব্বেই স্বীকৃত ছিলেন, এখন আর কি করেন, সাহেবের আজ্ঞামত এক-খানি পত্র এই মর্ম্মে লিখেদিলেনঃ—

প্রিয় শিক্ষক মহাশয়! আপনি যেরূপ শ্রমের সহিত আমাকে একবৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করাইয়াছেন, তাহার উপযুক্ত বেতন আমার দিবার ক্ষমতা নাই, তবে যৎ-কিঞ্চিৎ পারিতোষিক স্বরূপ, যে হাজার টাকা আপনি আমার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আপ-নাকে আমি স্বইচ্ছায় দান করিলাম, ইতি। সাহেব ঐ পত্রখানি কোটের পকেটে রেখে বাবুর পরীক্ষার সক্সেস সূচক দুপাত্র সুরাপান করে আর বাবুর সহিত সেকণ্ড করে বিদায় নিলেন। হারানন্দ পরদিবস প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি আহার সমাপন করে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে গেলেন, বাবুর মা, দুর্গা দুর্গা বলে বাবুর উত্তরীয়ের খুঁটে বিল্বপত্র বেঁধে দিলেন। বাবু পরীক্ষা দিতে বসে প্রশ্ন পাঠকরে দেখলেন যে, যে প্রশ্নগুলি মাষ্টর তাঁকে পূর্ব্বে বলে ছিলেন, সেই গুলির সহিত কোন ভিন্নতা নাই। তখন মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে আর একবার সাহেবের দিকে আড়চোকে চাইতে চাইতে সেই প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লিখেদিয়ে অবসর হলেন। ক্লাশের অপর ছাত্রেরা ভাবলে হারানন্দ কিছু জানেনা, সুতরাং মিছে ভেবে কি করবে, যা মনে এল তাই লিখে দিয়ে উঠে গেল, তারা ভিতরকার সম্বাদ জানে না, কেমন করে জানবে যে,

হারানন্দ পরীক্ষায় এবার সর্ব্বোপরি প্রধান হবেন। ক্রমা-
ন্বয় চারদিন পরীক্ষা হোল, চারদিনই হারানন্দ সকলের
আগে প্রশ্নের উত্তর লিখে বাটী গমন কল্লেন। পরীক্ষার
পর ক্লাশে ছাত্রেরা কে কেমন উত্তর করেছে পরস্পর
জিজ্ঞাসা করলে, কেহ আমি দুটো পারি নাই, কেউ
চারটী পারি নাই বলে আক্ষেপ করেছিল; কিন্তু হারানন্দ
বাবু এক রকম হয়েছে এইরূপ আজেমোজে উত্তর দিয়ে
ছিলেন।

হারানন্দ বাবু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে ছাত্রবৃত্তি পাবেন
সেটী তাঁর আর জানবার বাকি ছিলনা, কিন্তু সহাধ্যায়ী-
দের নিকট মৌখিক "সন্দেহ আছে কি হয় বলা যায়
না" এইরূপ ছেঁদো কথা করে তাঁদের নিকট ভিতরকার
কাণ্ড গোপন রেখেছিলেন। ক্রমে এক মাস অতীত
হলো, পরীক্ষা উত্তীর্ণ বালকদের নাম প্রকাশ হলো,
হারানন্দ বাবু সর্ব্ব প্রধান, সকল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক
নম্বর পেয়েছেন। ক্লাশের ছাত্রেরা অবাক! সকলেই
পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউয়ী করে, কিন্তু কারো সাধ্য
হয়নাই যে, মুখ ফুটে কোন কথা বলে। হারানন্দ বাবু
সে বৎসর বাইস টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন,
আর তাঁর প্রাইভেট মাষ্টারও সাবেক বন্দোবস্ত মত
হাজার টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। প্রাইভেট, প্রাই-
ভেটে পেলেন, বাবু প্রকাশ্যরূপে সমাদরের সহিত বিদ্যা-
লয়ের অধ্যক্ষের সাক্ষরিত সনন্দ প্রাপ্ত হলেন। হারা-
নন্দ বাবু পরীক্ষায় পাশ হয়ে পাশ পেয়েছেন, সেজন্য

বাবুর মায়ের দেহে আর আনন্দ রাখবার স্থান হল না, উবজে গড়িয়ে পড়ে পাড়া প্রতিবাসীদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করলে, পল্লীমধ্যে কিছু দিন কেবল ঐ কথা, ঐ জটলা। প্রতিবাসীদের মধ্যে যাদের যোগ্য ছেলেপিলে ছিল, তারা সকলেই স্বীয় স্বীয় বালকদের কাছে হারানন্দ বাবুর গুণ কীর্ত্তণ করতে লাগলেন আর বাবুকে আদর্শ করে, বাবুর মতন গুণবান হবার যত্ন করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। একে বনেদী বড়মানুষের ছেলে, তাতে আবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাশ পেয়েছেন, হারানন্দ বাবুকে এখন পায় কে, তাঁর পায়া ভারি হয়ে উঠল, এত ভারি প্রায় জগদ্দল পাথর বিশেষ। বাবুর বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আরো এক বৎসর বি ম্ব ছিল. বিশেষ অবিবাদে এক বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাবেন, এই দুই কারণে বাবু বিদ্যা-লয় ত্যাগ করেন নাই। এক বৎসর বিদ্যাধ্যয়নের বাহা-নায় বদমায়েসী আর বেহায়াগিরীতে ফাজিল হবার জন্য প্রত্যহ ইস্কুলে যেতেন। সেই বৎসর যে তাঁর শেষ পড়া তা তিনি মনে মনে অবধারিত করেছিলেন, বিশেষ মনে জানতেন যে, আর ফাকীতে চলবেনা, আগামী পরীক্ষায় তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সকলি প্রকাশ হয়ে পড়বে, বৃত্তিটী কোনমতেই রক্ষা করতে পারবেন না। পরীক্ষার পূর্ব্বে ইস্কুল পরিত্যাগের কল্পনা মনোমধ্যে স্থির করে-রেখেছিলেন। প্রাইভেট সাহেব মাষ্টারের সে বৎসর জও-বাব হল না, তার প্রাইভেট কারণ, তা হলে বাবুর কারণ কয়ার ব্যাঘাত জন্মাবে, প্রকাশ্য কারণ, বিদ্যালয়ে পাঠ্য-

পুস্তক ভিন্ন আর কোন পুস্তক পড়ান হয় না, প্রগাঢ়রূপ ব্যুৎপত্তির জন্য গৃহে প্রাচীন ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন। হারানন্দ বাবু পরীক্ষায় পাশ হয়েছেন, সে জন্য সহাধ্যায়ীগণ বাবুর কাছে একটী ভোজের প্রার্থনা করে, বাবু সম্মত হয়ে মহা সমারোহে সেই আনন্দ উৎসব উপলক্ষে এক শনিবারে শিক্ষক শিষ্য উভয় দলকেই আমন্ত্রণ করেন। সাহেব শিক্ষকদের নিমিত্ত প্রাইভেট দশ টাকা কি হেড্ ফুরাণ করে লন, তদ্‌সওয়ায় সরাপের খরচ, আর শিষ্যদের জন্য বাবু বাড়ীর সরকারের দ্বারা বড় বাজার থেকে বিবিধ প্রকার মিস্টান্নের আয়োজন করেন, সর্ব্বশুদ্ধ খরচ দুই শত পঞ্চাশ টাকা লেগেছিল। শনিবার দিন ৩টার সময় ছুটী, ৩টে থেকে ৫টা পর্য্যন্ত ছাত্র আর নেটিভ শিক্ষকদের আহারাদি হয়, তার পর বাবু প্রাইভেটের সঙ্গে গাড়ী করে উইল সেনের হোটেলে গমন করেন। সেখানে ডিনরের আয়োজন বিলক্ষণ সমৃদ্ধির সহিত সজ্জিত ছিল, একটী গৃহে নয়জন লোকের আহারের উপযোগী রূপার ডিস থরে থরে টেবিলের উপর বিরাজিত, পার্শে চামৃচ, কাঁটা আর ছুরিকা, তাদের পাশে বেলোয়ারী সেরী, স্যাম্পেন, ক্লারেটাদি সুরাপানের পানাধার, মধ্যস্থলে গোলাকৃতী রৌপ্য বিলাতী শিল্পের দ্বয়, কিন্তু তার মধ্যে পাখী নাই, পাখীর জায়গায়, লম্বা লম্বা তিন তিনটী সিসি, আশে পাশে ছোট বড় বেলোয়ারী ও রূপার লবণাধার ও নানাবিধ দ্রব্যের আধার। সে সকল আধারের নাম হুতম পক্ষীজাতি জানেন

না, কেমন করে বলতে পারবেন। ইংরেজ টোলার গির্জের ঘড়ীতে টুং টাং ঢং ঢাং, ঢেং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল, আর অমনি হারানন্দ বাবুর আমন্ত্রিতগণের আমদানি হতে লাগল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সাহিত্যের অধ্যাপক, বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ইতিবৃত্তের অধ্যাপক, জ্যামিতির অধ্যাপক, গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক আর ইস্কুল তত্ত্বাবধারক এই সপ্ত মহারথী উপস্থিত হয়ে হারানন্দ বাবুর সহিত আর হেড মাষ্টারের সহিত সেকণ্ড করে, এক এক খানি চৌকিতে উপবেশন করলেন। হারানন্দ বাবুও তাঁদের সহিত বাকি চৌকিখানির উপর উপবিষ্ট হলেন। আমন্ত্রিতগণের আগমনের অগ্রে প্রাইভেট বাবুকে বলেছিলেন যে, তাঁকে শিক্ষকদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে হবে, বাবু প্রথমতঃ অস্বীকার করে থাকেন, তার কারণ অনভ্যাস, কেমন করে টেবিলেতে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে হয় তা তিনি জানতেন না। প্রাইভেট বাবুকে উৎসাহ দিয়ে আশ্বস্ত করে সেই সময় একহাত টেবিলে খাওয়ার রিহার্সেল দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, বাবুর বদমায়েসীতে বেশ কাজিল বুদ্ধি ছিল, বিশেষ বাঙ্গালীরা অনুকরণে বিলক্ষণ তৎপর, শিক্ষকের একবার শিক্ষা প্রদানেই বাবুর কাজ চালান গোচের ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল। ঝলসান, পোড়ান, সুসিদ্ধ, আধসিদ্ধ, পশু পক্ষী ও তাদের মাংস আর ডিম, ডিস ডিস পরিপূর্ণ করে খিদমোদগার খানসামারা আনতে লাগল, আর চকিতের মধ্যে আমন্ত্রিতগণের

উদর গর্ত্তে অন্তর্ধ্যান করতে লাগল। এরূপে নানা-বিধ উপাদেয় সুপ, রোষ্ট, করি, কটলেট, ক্রোকেট, পাই, পডিং, কনফেক্সনরী ক্রীম আহারের পর, বিদ্যা-লয়াধ্যক্ষ একটী গ্লাশে সুরা পূর্ণ করে হারানন্দ বাবুর হেলত প্রপোজ করলেন, সকলেই একমত হয়ে বাবুর হেলত পান করলেন। তার পর বাবুর অধ্যয়নের সকশেস, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের হেলত, বিদ্যালয়ের সকশেস, প্রত্যেক অধ্যাপকের হেলত এইরূপে ক্রমশঃ হেলত পান করতে করতে, সকলেরি হেলত গরম হোয়ে উঠল, অবশেষে হারানন্দ আপনার চৌকির উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটী ইংরাজীতে সুদীর্ঘ বর্ক্তৃতা করে সে দিনকার কার্য্য শেষ করলেন। অধ্যা-পকেরা বাবুর বক্তৃতা শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, "দেওয়ালদের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে" যদি ইংরাজী কবি-গণের এই কল্পনাটী সত্য হয় তবে হুররে আর হিয়র হিয়র শোভান্তরির ধ্বনিতে হোটেলের দেওয়ালের শ্রবণপটাহ বিদীর্ণ হয়ে ছিল। হারানন্দ সেই দিন থেকে এক জন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ও বক্তা বলে সমাজে পরিগণিত হন। সেই দিন থেকে বাবুর আর একটী অতিরিক্ত বিদ্যা শিক্ষা হয়, অভক্ষ্য ভক্ষণ। হারানন্দ বাবুর প্রকৃত অবস্থা ইস্কুলে কেহই জানত না, সকলেই মনে করত বাবুর যথেষ্ট ধন আছে, আর এই সংস্কার থাকার জন্য সকলেই বাবুকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করত। বাবুর এখন বাঙ্গালী আহারের

উপর অরুচি জন্মেছিল, মাঝে মাঝে হোটেলে প্রাই-ভেটের সঙ্গে প্রাইভেটে পশ্চিম প্রদেশীয় উপাদেয় রস আস্বাদন করে রসনার সার্থকতা সম্পাদন করতেন। সময় কারই হাত ধরা নয়, অবিরোধগতি, ডাক পেয়া-দার মত কেবল গতায়াত করচে। দেখতে দেখতে বাবুর বয়ঃপ্রাপ্তির সময় সন্নিকট হলো, আর দ্বিতীয় পরীক্ষার কালও ঘুনিয়ে এল। পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে বাবু একটী বাহানা করে ইস্কুল পরিত্যাগ কর-লেন, তাঁর শিরঃপীড়া রোগ হয়েছে, আর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারেন না। প্রাইভেট পূর্ব্ব থেকেই জানতেন যে আর বাব পরীক্ষা রূপ হাড় কাটে মাতা গলাবেন না।

মুখের কথা রক্ষা করা।

মনুষ্য সামাজিক জানোয়ার, যেমন মেষ, মহিষ, হস্তী, হরিণ অপরাপর পশুপক্ষী দলবদ্ধ হয়ে এক স্থানে বাস করে, মনুষ্যও তেমনি সমাজ সংস্থাপন করে সেই সমাজ মধ্যে অবস্থান করে। সমাজবাসীগণের মধ্যে এমনি একটী আশ্চর্য্য সমাজ পাশ দেখা যায় যে, ঐ পাশে পর-স্পর সকলেই আবদ্ধ। সমাজে বাস করতে হলে ঐ পাশ ছেদন করা সহজ নয়। সামাজিকগণের যে সকল

...র অহরহ আবশ্যক হয়ে থাকে, সে সকল সমাজ হতে প্রস্তুত হয়ে তাঁদের অভাব মোচন করে। কি আহারের দ্রব্য, কি পরিধেয়, কি বিলাসের সামগ্রী, সকলি সমাজ হতে পাওয়া যায়। সামাজিক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের নিমিত্ত, সামাজিকেরা কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করেছেন, সেগুলিকে সামাজিক নিয়ম বলে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে প্রধান নিয়ম আপনার মুখের কথা রক্ষা করা। পাঠক! সকল নিয়মেরই বর্জ্জন আছে, সুতরাং এই সামাজিক নিয়মের অধীন হয়ে যে সামাজিক প্রাণিমাত্রকেই চলতে হবে এমন নহে। যাঁহারা ধনী, মানী ও উচ্চপদস্থ ও সমাজ যাঁহাদের করতলস্থ, তাঁরা সমাজ পাশ ছিন্ন করে সামাজিক নিয়মকে সময়ে সময়ে পদতলে দলিত করলেও তাঁদের শঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা ব্যবসা উপজীবী, বা দরিদ্র অথবা সামান্য লোক, তাঁরাই সামাজিক নিয়মের একান্ত অধীন, তাঁদের সর্ব্বদা সশঙ্কিত থেকে প্রাণপণে সামাজিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করতে হয়। মুড়ীঘাটার খেলারাম বাবু, ইনি এক জন ধনী, মানী, বিখ্যাত লোক, বাবু অনুগ্রহ করে মেধো ময়রার নিকট মিষ্টান্ন উট্‌ন লন, মেধো একমাস কাল বাবুকে যোগান দিলে, মাসান্তে মেধো বাবুর নিকট মূল্যের নিমিত্ত গমন করলে, কিন্তু বাবু বড়লোক, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নাই, বাবুর পেটেমোটা কারপরদাজদের নিকট তাগাদা সুরু করলে। দাওয়ানজী এ মাসকাবারে হবে না, পরের মাসকাবারে

এসে বলে মেধোকে বিদায় দিলেন, মেধোকে অগ...
এক মাস অপেক্ষা করতে হলো। যোগান বন্ধ হলে পাছে বাবু বেজার হন, পাওনাগণ্ডা না দেন এই ভয়ে মেধোকে যোগানটী বহাল রাখতে হলো। দ্বিতীয় মাস গত হলো, আবার মেধো পূর্ব্বের মতন তাগাদা সুরু করলে, দাওয়ান বল্লেন আসচে বুধবারে এস দেওয়া যাবে। মেধো বাবুর দাওয়ানজীর কথায় বিশ্বাস করে, তার পাওনাদার দশজনকে বুধবারে টাকা দেব স্বীকার করলে, কিন্তু বুধবার দিন খেলারাম বাবুর কারপরদাজ মেধোকে টাকা দিলেন না, মেধো বাবুর দাওয়ানের কথার উপর বিশ্বাস করে সে দশজনের কাছে মিথ্যবাদী হলো। যদি মেধো এইরূপে দুবার চারবার ভাঁড়াভাঁড়ী করে, তাহলে মেধোর কথার উপর আর কেহ বিশ্বাস করবে না, মেধো আপনার মুখের কথা রক্ষা করতে পারে না বলে সে সমাজে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী হয়ে দাঁড়াবে। দুচারবার তাগাদার পর মেধোর মহাজনেরা মেধোকে ধার দিতে অস্বীকার করলে, মেধোর কারবারটী কাজেই বন্দ করতে হলো। মেধোর ব্যবসা বন্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনাশও তার দ্বারে ভীষণ বেশে দর্শন দিলেন। ক্রমে মেধোর এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হলো যে, সে তার পেটের ভাতের জন্য লালায়িত, মেধোর উপর আর বিশ্বাস নাই, সুতরাং সে আহার্য্য অথবা পরিধেয় পর্য্যন্ত ধারে পায় না। ধার এই শব্দটী সামাজিক। ইহার অপর নাম বিশ্বাস। এই পৃথিবী মধ্যে কার-কারবার ব্যবসা-

বানিজ্য সকলিই বিশ্বাসের উপর চলচে, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মূল ধন বিশ্বাস। ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করে বাবুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যোগান দেয়, কিন্তু বাবুরা তাঁদের দেয় টাকা যথাকালে দেন না. সে জন্য ব্যবসায়ী-দের যে কি পর্য্যন্ত অপকার ও অনিষ্ট ঘঠনা হয় সেটী একবার তাঁরা মনেও ভাবেন না। যেধো সামান্য দোকান-দার, খেলারাম বাবুকে যোগান দেওয়া অপরাধের প্রায়-শ্চিত্ত স্বরূপ বাবুর দ্বারে দুসন্ধ্যে ভিক্ষুকের মতন হাপির্তাশ করে দাঁড়িয়ে থেকে এমাস ওমাস, এহপ্তা ওহপ্তা, আজ কাল এইরূপ কত টালমাটাল সহ্য করে হেঁটে হেঁটে পায়ের সুত ছিঁড়েও যে সময়ে বাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারলে না, সে তার মহাজনদের কাছে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী হলো, তার কার-কারবার দোকান-পাট বন্দ হলো, তার সর্ব্বনাশ হলো, কিন্তু খেলারাম বাবুর কোন ক্ষতিই হল না। পাঠক! আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, খেলারাম বাবু কি তবে সামাজিক জানোয়ার নয়? বাবু যে সামাজিক নন, এমন কথা হুতম বলেন না। সমাজ তিন প্রকারের আছে, লোকের অবস্থা ভেদে যাঁরা বড়লোক, উচুঁ দরের লোক, তাঁদের একটী পৃথক সমাজ. যাঁরা মধ্যবিধ লোক অর্থাৎ গৃহস্থ, তাঁদের একটী স্বতন্ত্র সমাজ, আর দীনদরিদ্রদের একটী আলাহিদা সমাজ। সামাজিক সাধারণ নিয়ম সকল ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। হিন্দু চূড়ামণি, হিন্দুসভাপতি, পুণ্যবান, ধনবান, গুণবান নর-

পতি দেবতুল্য দেববাহাদুর পরলোক গমন করলেন, তার স্বদেশহিতৈষিতা গুনকলাপ পাছে অকৃতজ্ঞ আর্য্যদের অন্তর হতে অন্তর্ধ্যান করে, সেই আশঙ্কায় তাঁর স্মরণার্থ চিহ্ন রাখা আবশ্যক বোধ করে, সহরে চাঁদার বই বাহির হলো। মৃত ব্যক্তি যে সমাজের বাহাদুর ছিলেন, যদি সেই সমাজের সমাজিকের মধ্যে কেহ চাঁদার বইতে মোটা টাকা স্বাক্ষর না করতেন, তাহলে তিনি সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন অপরাধে অবশ্যই সমাজে ঘৃণাস্পদ হতেন। সামাজিকেরা ঐ কৃপণকে পাষণ্ড ও পামর জ্ঞানে তাঁকে সমাজচ্যুত করতে যত্নবান হতেন। কিন্তু মেধো যদি সেই চাঁদার বইতে মোটে সই না করত, কিম্বা দু-আনা পয়সা সই করত, মেধো অপরিচিত সামান্য লোক বলে কেহই তার কথা উত্থাপন করত না, আর তার সেই অসামাজিক কাজের জন্য কেও তাকে সমাজচ্যুত করতে যত্ন করত না। খেলারাম বাবু যদি কুক সাহেবের আড়গড়া থেকে একটী জুড়ি খরিদ করেন, আর সেই ঘোড়ার মূল্য দিতে দেরি করেন, কিম্বা এণ্ডরসন কোম্পানি বা গ্রেট ইষ্টারণ কোম্পানির বিলের টাকা দিতে বিলম্ব করেন, তাহলে তিনি সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে সমাজে হাস্যাস্পদ হবেন আর তাঁর বাবুগিরীরও ব্যাঘাত জন্মাবে।

মেধো যে খেলারামের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে পারে নাই সে জন্য যে মেধোর সর্ব্বনাশ হয়েছে, এই অসামাজিক কাজের সম্বাদ মেধোর সমাজেই প্রকাশের সম্ভাবনা, কিন্তু মেধোর সামাজিকেরা হয়ত মেধোর

রেজিষ্টরীনং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্‌সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্‌॥

ভাগ ১]　　　　[সংখ্যা ৮

কলিকাতা শনিবার। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ। ইং ১২ই জুন।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২৷৹ ,,
মাসিক	,,	।৶০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফঃস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাসুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মনি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে। মফঃস্বলের গ্রাহকদের নিকট মাসিক হারে মূল্য লওয়া হইবেক না।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঁক্তি ৶০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৶০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

কথায় বিশ্বাস করবে না, আর বিশ্বাস করলেই বা খেলা-রাম বাবুর তারা কি করতে পারে, কারণ, তারা সামান্য লোক। খেলারাম বাবু যদি কুক কোম্পানির, বা এণ্ডর-সন কোম্পানির অথবা গ্রেট ইষ্টারণ কোম্পানির বিলের টাকা সময়ে আদায় না দেন, তাহলে তাঁর বিপদের সম্ভা-বনা, কারণ কুক কোম্পানি বা এণ্ডরসন কোম্পানি এঁদের সহিত খেলারাম বাবুর সমাজের সকল সমাজিকের সঙ্গেই ব্যবহার আছে। খেলারাম বাবু যে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করেছেন, সহজেই সেটী তাঁদের কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং সমাজে থাকতে হলেই সামা-জিক প্রধান নিয়ম "মুখের কথা রক্ষা" করতে হয়। কেহবা অপমানের ভয়ে, আর কেহবা অসত্ত্রমের ভয়ে, মুখের কথা রক্ষা করে থাকেন। একজন সামান্য ব্যবসায়ী দুশো টাকা ঋণ করে শুধতে পারলে না, সে দেউলে হলো, সামাজিকেরা তাকে জোচ্চর বলে সমাজ-চ্যুত করলেন, কিন্তু এক জন বড় সওদাগর, দুলাক টাকার ঋণ লয়ে দেউলে হোলেন, তাঁর সমাজ তাঁকে দুরদৃষ্ট লোক মনে করে, উলটে তাঁর সাহায্য জন্য পরদিন আবার চাঁদার বই বাহির কল্লেন। পাঠক! এর কারণ, চোরে চোরে মাসতুত ভাই! হুতম যে তিন রকম সমা-জের কথা পূর্ব্বে বলেছেন, মনুষ্য মাত্রেই ঐ সমাজ-ত্রয়ের সামাজিক। বড়লোকের বড় সমাজ, তাঁদের সকলই বড়, তাঁদের বড় মান, সে মান পূর্ব্বদেশী মানের অপেক্ষা বৃহৎ, লম্বায় ১৩ হাত ফাঁদে ২৷৷০ হাত। বড় লোকেরা

সামান্য বিষয়ে, সামান্য লোকের নিকট মিথ্যা কথা শত শত কহিলেও সে সকল দোষের কথা নয়, কিন্তু তিনি যদি তাঁর মানের মতন একটী বড় মিথ্যা কথা কন, তবেই তাঁর ভয়ের বিষয়। হায়! এমন বড় সমাজের সামাজিকদের শীঘ্র আর্য্যধাম হইতে অন্তর্ধ্যানই মঙ্গল!!

পাঠক! যে উচ্চ সমাজ, বড় সমাজের সামাজিক তেলী, তাম্লী, শুঁড়ী, সোণারবেনে, বাহাত্তুরে কায়েত আর অগ্রদানী বামন, যে সমাজের হেডমেন, বাপ পিতামহের নাম জানি না, রামহরি পাল, পূজারী বামনের ছেলে বুদ্ধি বীজ বন্দ্যোপাধ্যায় তকমা তর্কালঙ্কার এম, এ, বু চো মল্লিক, গাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উপাধি খাঁ বাহাদুর, সে সমাজের সমাজিকদের যে পাশে আবদ্ধ রেখেছে, সে পাশের নাম স্বার্থ, সে সমাজের সামাজিক নিয়ম সকলের নাম লুকচুরী, বাটপাড়ী, মিথ্যা কথা (শ্রীবিষ্ণু) ফিব্‌স, ষ্টৌরিজ, গ্লানি, কুৎসা, আর পরনিন্দা। এই সামাজিক-দের দান খয়রাত ক্রিয়া কলাপের নামান্তর রং তামাসা পার্টী আর ফিষ্ট। যেমন বদমায়েস বামনদের প্রাতঃস্নান, গোস্বামীদের কুঁড়জালী, বৈষ্ণবের সর্ব্বাঙ্গে তিলক আর ছাপ হজমীগুলি বিশেষ, উচ্চ লোক বড় লোকেরাও সময়ে সময়ে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দান খয়রাতরূপ হজমীগুলি ব্যবহার করে থাকেন। যাঁদের বকের ন্যায় ধর্ম্ম বৃত্তি, হিপক্রেশি যাঁদের পরিচ্ছদ, যাঁদের মুখে এক আর পেটে এক, মিথ্যা কথা যাঁদের কণ্ঠভুষণ, যাঁরা রাজপ্রসাদ লাভের জন্য দেশীয়দের সর্ব্বনাশ করতে কিছু

মাত্র সঙ্কুচিত হন না, এমন উঁচু মমাজের বড় সমাজের সামাজিক ওরকে দেশের রেপ্রেজেণ্টিটিভদের মন কি কখন ছোট বিষয়ের ভাবনা করতে পারে, না সামান্য লোকের অবস্থার উপর দৃষ্টি থাকতে পারে? তাঁদের মন সর্ব্বদা উঁচু বিষয়ের ভাবনাতেই ব্যতিব্যস্ত, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়ত চিন্তিত। উঁচু সমাজের সামাজিকেরা শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের প্রসাদ লাভের উদ্দেশে, এমন কি পবিত্র পূজা বা পর্ব্বাহ দিনে গৌরাঙ্গদের আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত অকাতরে অনায়াসে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে থাকেন, আবার তাঁহাদের সেই কাজের গৌরব দেশীয় দ্বারা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত সম্বাদ পত্ররূপ ঢক্কার বজ্র নিনাদে সামান্য লোকের কর্ণ বিবর বধিরপ্রায় কোরে তোলে। হায়! যদি উঁচু সমাজের সামাজিকদের দ্বারে দীন হীন অনাহারী কোন ক্ষুধাতুর উপস্থিত হয়ে এক মুষ্টি ভিক্ষা চায়, তখনি বাবুর বা বাহাদুরের তকমাওলা সিপাই-বরকন্দাজ তার গলা ধাক্কা দিয়ে দ্বার (শ্রীবিষ্ণু) গেট থেকে দূর কোরে দেবে। একদিন হুতম কোন কার্য্যানুরোধে অপরাহ্ন সময়ে একটী বিখ্যাত বণিক বড় মানষের বাটীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাবুর রাতিবী বন্দোবস্ত বায়ু ভক্ষণ, আর দাদন দেওয়া হোটেলে আহার জন্য বাবুর গাড়ীবারাণ্ডায় ব্রুহেম আর জুড়ী তয়েরি। এক জন তকমাওলা চোমর কাঁদে সইস, ঘোড়ার কাঁদ চাপড়াচ্চে, দ্বিতীয় তকমা গাড়ীর দরজা খুলে দরজাটী ধোরে আছে, তৃতীয় তকমা আরদালী মহাত্মা তিন হাত

তফাতে দাঁড়িয়ে, তার দুই হাত অন্তরে একটী আদবয়েসী স্ত্রীলোক একটী ছেলে কোলে আর দুটীর হাত ধরে, বাবুর কাছথেকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় বাবুর প্রতীক্ষা কচ্চে। এমন সময় বাবু ফিনফিনে সিমলের চার আঙ্গুল চৌড়া কালাপেড়ে কোঁচান কাপড় পোরে, শ্রী অঙ্গে পিরিহান, তার উপর নিমথাসা পাইনাপলের আলথাল্লা ধারণ করে, মাথায় লকনাউয়ী ধরণের তাজ দিয়ে আর একগাছি ফেন্‌সি লাটী হাতে কোরে হেলতে দুলতে বার দিলেন। বরকন্দাজ বেহারারা শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলো, সেই সময় ঐ স্ত্রীলোকটী অগ্রসর হয়ে বাবুর কাছে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাইলে। "ভগবান ভাল করুন, আমি বামনের মেয়ে, দেশে দুঃভিক্ষ হওয়ায় জসর জেলায় কুটুম্বুর বাড়ী যাব বোলে, চারটী টাকা রাহাখরচ সঙ্গে করে আসছিলুম, রাস্তায় ডাকাতে মেরে সব কেড়ে নিয়েচে, এই কাপড় টুকু বই আর পরবার কাপড় নাই, আজ দুদিন কলকেতায় এসেচি, হাতে একটী পয়সা নাই, অনেক জায়গায় ভিক্ষা কল্লুম কোথায় কিছুই পাইনে, আজ ছেলে তিনটীকে খেতে নাদিতে পারলে মরে যাবে, দুদিন অনাহারী।" বাবু এই কথাগুলি শুনে বল্লেন, "তুই কি আর ঠকাবার জায়গা পাসনি, যা যা মাগী এখানে কিছু হবে না।" স্ত্রীলোকটী কাকুতি মিনতি করে অনেক বল্লে, কিছুতেই বাবুর মনে দয়া হল না দেখে, শেষে পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদ্দে কাঁদ্দে বল্লে, "আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, আমার পয়সায় দরকার নাই, আপনি কিছু

রেজিষ্টরীনং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ৯

কলিকাতা শনিবার। ৬ই আষাঢ়। ইং ১৯শে জুন।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২॥০ ,,
মাসিক	,,	।৵০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাশুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে। মফঃস্বলের গ্রাহকদের নিকট মাসিক হারে মূল্য লওয়া হইবেক না।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

খাবার সামিগ্রী দিতে হুকুম করুন, আমরা এইখানে বসেই খেয়ে প্রাণ রক্ষা করি।” বাবু সজোরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ীর পাদানিতে একটী পাদপদ্ম রক্ষা করে হাসতে হাসতে বল্লেন “দেখচি তুই দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়, কেন এমন কোরে ভিক্ষা করে বেড়াচ্চিস, সোণাগাজী কি মেছুবাজারে একটা ঘর ভাড়া কর গিয়ে, বেশ দশ টাকা রোজগার হবে।” স্ত্রীলোকটী পাড়াগেঁয়ে, বাবুর কথার মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝতে না পেরে উত্তর কল্লে “বাবু আপনি মা বাপ, পেটের জ্বালায় প্রাণ যায়, কিছু খেতে দিয়ে আমাকে বাঁচান।” বাবু গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে বল্লেন “আমি তোর বাপ হোতে চাইনে, তোর ছেলেদের বাপ হোতে রাজি আছি,” এই কথা সমাপনের পর গাড়ীর দরজা ধড়াস কোরে বন্দ হলো, টকবক করে বাইজীদের কদমের মতন, কদমে কদমে যুগল ঘোড়া আস্তে আস্তে চল্‌ল। স্ত্রীলোকটী প্রাণের দায়ে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কোলে দৌড়্‌ল, বাবু তাই দেখে রুক্ষ স্বরে হুকম কল্লেন, “তফাত কর” পটাৎ করে চাবুকের শব্দ হলো, দীনা স্ত্রীলোকটীর পিঠের চামড়া কেটে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়তে লাগল। স্ত্রীলোকটী রোদন করতে করতে আর সহস্র গাঁট দেওয়া আঁচলে পিঠের রক্ত পুঁছতে পুঁছতে, বারাণ্ডার এক পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে গমন কত্যে লাগলো। ঐ স্ত্রীলোকটীর অবস্থা দেখে আর বাবুর ব্যবহার দেখে, হুতমের মনে ঘৃণা আর দুঃখ যুগপৎ উদয় হয়েছিল, স্ত্রীলোকটীকে সান্ত্বনা

করে সঙ্গে কোটর পর্য্যন্ত আনয়ন করেন ও যৎ-কিঞ্চিৎ দুঃখিনীকে প্রদান করেন। পয়সা পেয়ে স্ত্রীলোকটী কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "বাবা! আমি বিদেশী আমার থাকবার জায়গা নাই। সন্ধ্যে হয়েছে, এখন কোথা যায়, বাজার হাট কিছুই চিনিনা, যদি দয়া করে আজকার রাত্রির মতন, একটু স্থান দেও, তবে এই খানেই রেঁদে খেয়ে প্রাণ বাঁচাই।" হুতম স্থান দিয়ে তাদের আহারের আয়োজন করে দেন। পাঠক! তারা সে দিন যে পরিমাণে আহার করেছিল আপনি দেখলে আশ্চর্য্য হতেন, বোধ হয় সে দিন তারা খেতে না পেলে নিশ্চয়ই কাল হস্তে পতিত হতো। হায়! যে সমাজের সমাজিকদের এইরূপ ব্যবহার তাঁরা কি কখন পরের দুঃখ বোধ করতে পারেন? মেধোর সর্ব্বনাশ হলো, মেধো অন্নাভাবে এখন প্রকৃত ভিক্ষুক! কিন্তু খেলারাম বাবুর সমাজে তাঁর যথেষ্ট মান, তাঁর ন্যায় ধার্ম্মিক আর নাই। খেলারাম বাবু সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার! বাবু সঙ্গতিবান্ লোক, বাবুর বড় বাড়ী, বড় গাড়ী, বড় বড় ঘোড়া, বড় বড় মুল্যবান জোড়া, তিনি যে মেধোকে মিষ্টান্নের দাম দিতে পারেন না, একথা কে বিশ্বাস করবে? সকলি মেধোর অদৃষ্টের দোষ! পাঠক! উক্ত সমাজের লোকের সহিত সামান্য সামাজিকদের ব্যবহার করা নিতান্ত দুঃবুদ্ধির কাজ। উঁচুদরের পেট মোটা জোচ্চর ব্যবসায়ী-দের পক্ষেই খেলারাম বাবুর সহিত কারবার করা সাজে, এক পয়সা মুল্যের দ্রব্য ৵০ আনা বোলে দিলে, ছমাস

পরে আদায় হলেও তার ক্ষতি নাই, টাকায় সিকি হিসাবানা বাদ গেলেও লোকসান নাই। উক্ত সমাজের সমাজিকেরা একটী ভিন্ন দলাক্রান্ত, তাঁদের ভিন্ন নিয়মাবলী, সেই দলের ব্যবসায়ীর পক্ষেই সেই দলের লোকের সহিত ব্যবহার সঙ্গত !!!

পেঁচো পোদ্দারের ছেলে, বাবু নবকুমার রায় চৌধুরী।

হল না, ক্রমে নবা বাজার দর ভালরূপ অনুসন্ধানে অবগত হয়ে নগদ টাকায় মাল বিক্রি করে। মহাজনের নবার উপর হুকুম ছিল, যদি কলিকাতায় লবণের বাজার গতিক-সই দেখে, তাহলে ঐ কিস্তিতে সুপারী বিক্রয়ের টাকাতে লবণ কিনে লয়ে আসে। নবা ঘুরে ঘারে লবণের দরদামের কচায়নের পরে, হাট খোলায় নিত্যানন্দ সা, সহরের একজন প্রধান লবণের মহাজন, তারি কাছথেকে দেড়শো মোণ লবণ খরিদ কোরে, রীতিমত পাশরওয়ানা নিয়ে দশদিনের দিন কলিকাতা হতে গৃহে পুনঃযাত্রা করে। যথাসময়ে নবা ভাগাড়মুড়য় পৌঁছে হারানন্দ পোদ্দারকে হিসাব কিতাব বুঝিয়ে দেয়। সেবারের ক্ষেপে খরচ খরচা বাদ দেড়শো মোণ সুপারীতে ৪২৪ টাকা লাভ হয়ে ছিল, অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার নবা মোণকরা ১॥ টাকা চড়া দরে মাল

বেচেছিল। হারানন্দ পোদ্দার নবার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, তার দু-আনা অংশ ৫৩ টাকা আর পারিতোষিক ২ টাকা মোট ৫৫ টাকা নবাকে দেন, আর তার নিজের পাঁচ মোণ মালেও ২০ টাকা মুনফা হয়েছিল, (কিস্তি ভাড়া আদি কোন খরচাই নবার লাগে নাই) একুনে এবারে ৭৫ টাকা নবার হস্তগত হয়।

ক্রমে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় নবার অদৃষ্ট-চন্দ্র কলাক্রমে বাড়তে লাগল। হারানন্দ পোদ্দারের কলিকাতায় একটী আড়ত করবার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, কেবল একটী উপযুক্ত লোকের অভাবে সংকল্পটী সিদ্ধ করতে পারেন নাই। নবাকে বিশ্বাসী ও কাজের লোক জেনে আপনার অভিপ্রায় নবার নিকট প্রকাশ করে, নবাকে কলিকাতায় গিয়ে একটী আড়ত খুলতে আজ্ঞা করেন। নবা শূন্য বখরাদার, দুই আনা রকম লাভের অংশ পাবে। নবার এখন সময় ফিরেচে, সে তখনি সম্মত হয়ে পিতামাতাকে রাজী করে, আর তাঁদের সম্বৎসরের সংসারের খরচ জন্য ৫০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫ টাকা রেস্ত সঙ্গে লয়ে, দ্বিতীয় বার আজব সহরে যাত্রা করে। এবারে নবা খাস কলিকাতায় আসে নাই, কলিকাতার এক ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তরে বেলেঘাটা বলে একটী কারবারের জায়গা আছে, সেই খানে এসে আড্ডা করেছিল। দুদিন দশদিন গ্রামের একটী আলা-পীর বাসায় থেকে কাজকর্ম্মের সন্ধান সুলুপ নিয়ে সুবিধা গোচের একখানি মাজারী রকমের গোলা-

ঘর অল্প ভাড়ায় ভাড়া নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলে।

একটী সামান্য কথায় বলে, "যার যখন কপাল ফেরে—" পূর্ব্বেই বলা হয়েছে নবার এখন পড়তা পড়েছে, এখন যে কাজেই হাত দেবে তাতেই বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হবে, এমন কি এখন ছাই মুটো ধরলেও সোণা মুটো হবে। নবা ভুষো মালের কাজ আরম্ভ করলে, ক্রমে তার কাজের চালাকীতে আর হুসিয়ারিতে ব্যাপারীদের প্রায় সকল কিস্তিই নবার আড়তে আসতে লাগল। নবাই প্রাণপণে ব্যাপারীদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগল—চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, আর খোসামোদেরও অসাধ্য কিছুই নাই।

ক্রমে কলিকাতার বড় বড় মহাজনেদের সঙ্গে আর বড় বড় হউসওয়ালাদের মচ্ছুদ্দী, সদরমেট, ওজনসরকার আর দালালদের সঙ্গে নবার জানা শুনা, আলাপ পরিচয় হোয়ে উঠল, সকলেই নবার উপর সন্তোষ। এখন নবাকে সকলে নব পোদ্দার বলে সম্বোধন করে। বেলেঘাটার মধ্যে নবকুমার হারানন্দ পোদ্দারের আড়ত এখন অন্যান্য আড়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নব পোদ্দারকে এ অবস্থায় অধিক দিন থাকতে হয় নাই, তাঁর ভাগ্য ব্লিষ্টারের ফোস্কার মতন ফুলে উঠল, আতপশুষ্ক লতা যেমন বরষার জল পেয়ে সতেজে ফুঁপিয়ে ওটে, নবাইয়ের অদৃষ্টও তেমনি দিন দিন ফেঁপে উঠতে লাগল। ক্রমে তিন বৎসর কারবারের পর

নব পোদ্দারের অংশে বিশ হাজার টাকা মুনফাখাতে জমা হলো। নবাই হারানন্দের কাছে বখরা বাড়াবার জন্যে পত্র লিখলে, হারানন্দ রাজী হলেন না, সেই সূত্রে পরস্পরের মনকলাকসীর সূত্রপাত হলো। নবায়ের সঙ্গে হারানন্দের বনিবনাও না হওয়ায়, হারানন্দ অপর গোমস্তা মোকরর করে পাঠালেন, নবাই হারানন্দের সঙ্গে বখরাদারী কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং আড়তদার হয়ে সেই আড়ত চালাতে লাগলেন।

অর্থের আশ্চর্য্য ক্ষমতা! নবাইয়ের অদৃষ্ট ফিরেছে এ সম্বাদ জানতে এখন আর কারো বাকি ছিল না। যে পেঁচো লোকের দ্বারে দুই প্রহর কাল দাঁড়িয়ে থেকে সুপারী বাগানের দরবার করত, এখন গ্রামস্থ সকলেই তার দ্বারস্থ। এখন নাম পেঁচো নাই, পোদ্দার মহাশয়! পোদ্দার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার জন্য পোদ্দারের স্বজাতির মধ্যে সকলেই চেষ্টা পেতে লাগল। পাঁচু নিজ গ্রামেই একটী সুন্দরী মেয়ে দেখে সম্বন্ধ সাব্যস্ত করে ও বিবাহের লগ্ন নিরূপণ করে, কলিকাতায় নবাইয়ের নিকট বিবাহের সম্বাদ লিখে পাঠালে। নবাই পিতার পত্র পেয়ে আড়তের কর্ম্ম কাজের ভার একটী বিশ্বস্ত লোকের উপর ন্যস্ত করে বাটী গমন করে। নবাই শুভক্ষণে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করে এক মাসের মধ্যেই আবার কার্য্যস্থানে পুনরাগমন করে। নবাই বাড়ী থেকে কলিকাতায় আসবার সময় পথে যে যে বন্দরে চাল, পাট,

তিসি, তামাকের আড়ং দেখেছিল, সেই সেই স্থানে এক একটী গোমস্তা নিযুক্ত করে এক একটী মোকাম স্থাপন করে আসে। নবাই পোদ্দারের কাজ ক্রমেই ক্যালাও হতে লাগল, ক্রমে এমন জায়গা নাই যেখানে নবাইয়ের মোকাম নাই। চাল, পাট, তিসি, তামাক, লবণ, সকল কাজেই যথেষ্ট লাভ হতে লাগল, অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতার ভিতর নবাই এক জন প্রধান বলে বিখ্যাত হলো, আর নবাই পোদ্দার এই দুটী শব্দের মধ্যে কুমার শব্দটী নিবেশিত হলো। যেখানে ধন, সেই খানেই মান! নবকুমার এখন তাঁর নিজের অবস্থা বুঝতে পারলেন, তাঁর সাবেক অবস্থা এখন তাঁকে ভ্যাংচাতে লাগল, তিনি এখন কলিকাতার হাট-খোলার গলীতে এক খণ্ড জায়গা কিনে, বাগবাজারের বেহায়া চাটুয্যে রাজমিস্ত্রীকে সত্তর হাজার টাকা ইষ্টমিট করে গদীবাড়ী তয়েরি করবার কনট্রেকট দিলেন। ইতিপুর্ব্বেই নিজ গ্রামে বসত বাটী প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, সাত বিঘা জমীর উপর পাকা দোতলা কোটা, সামনে পুস্করণী বাঁদাঘাট, অতীতশালা, পূজার দালান। এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের আর কলিকাতার দুটী বাড়ীই তয়েরি হলো। নবকুমার এখন দোতলায়—বৈটকখানায়! ওমেদার দালাল, পাইকের, ব্যাপারীতে বৈটকখানা পরিপুর্ণ; দুহাত তুলে কেউ "বাবুর জয়জয়কার হোক" কেউ "বাবু ধনে পুত্রে লক্ষীপুষী হোন" কেউ "আপনার

মতন ধনী আর এ চক্ষে কখন দেখিনাই” কেউ “আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অবতার,” এই রকম খোসামুদে কথায় নবকুমারকে প্রকৃত প্রস্তাবে বাবু করে তুললে। অহ-ঙ্কার মর্ত্ত্যভূমি থেকে নবকুমারকে কোলে কোরে দ্বাদশ স্বর্গে উত্থিত কল্লেন, সতিনী অভিমান দেখলেন নব-কুমারকে অহঙ্কার আদরে আশ্রয় করেছেন, তিনিও ঈর্ষাবশ হয়ে অহমহমিকা আর আত্মবিস্মৃতি দুই সখীকে সঙ্গে করে বাবুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হলেন। এখন নবকুমার বাবুর কাছে কেউ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ ঘণ্টার গরুড়ের মতন গললগ্না-কৃতবাস সামনে বসে আছেন, কেউ নমস্কার কচ্চে, কেউ করতা গড় করি বলে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কচ্চে। স্বার্থ-প্রিয় আত্মাভিমানশূন্য শাস্ত্রব্যবসায়ী বদমায়ে-সেরা ঢেড়রা পিটলে, নবকুমার বাবুর তুল্য ধনী, ধার্ম্মিক, দাতা, দয়ালু আর নাই। যেমন ফেউ ডেকে গেলে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাঘেদের যেতে দেখা যায়, তেমনি রেস্তশূন্য আমীর মহাশয়েরা, মায় তাঁদের লেজ গাইয়ে বাজিয়ে, কোটনা বামনদের পেছু পেছু গমন করে থাকেন; এঁরা এখন নবকুমার বাবুর বৈটকখানায় হামেহাল হাজির। বাবু হাই তুললে তুড়ি দিচ্চেন, হাঁচলে জীব শব্দ উচ্চারণ কচ্চেন, বাতকর্ম্ম করলে চুমকুড়ী দিচ্চেন, আর বাবুর মনোরঞ্জনের জন্য না কচ্চেন এমন কাজই নাই।

এখন নবকুমার বাবুর বৈটকখানা দেখলে একটী মিউজিয়ম বলে প্রতীত হতো, তবে মিউজিয়মে মৃত

জানোয়ার থাকে, এগুলি সজীব। নবকুমার বাবুর কাছে যে সব জানোয়ারগুলি মোসাহেবী কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা প্রায় সকলেই ভদ্র সন্তান, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, হালদার, মিত্রজা, আর বসুজা, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাত ছিলনা। এই মোসাহেবের দলেরা সকলেই রেস্ত শূন্য এক একটী ক্ষুদ্র আমীর। কেউ হৌউসের টাকা ভেঙ্গে ফেরারের আসামী, কেউ কারবারে লোকসান দিয়ে ইনসলভেণ্টের আসামী, কেউ কোম্পানির আফিসের ব্রোক। এঁদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু লেখা পড়া জানেন, তবে কেউ পণ্ডিত কালিদাসের পুর্ব্ব অবস্থার মতন মুর্ত্তিমতী মা। এই ক্ষুদ্র আমীরেরা দেনার ভয়ে আর ঠোঁট কাটা তাগাদগীরের ভয়ে প্রায় প্রভাশূন্য তারার মতন গা ঢাকা দিয়ে থাকেন, তবে নবকুমার বাবুর ন্যায় ধুমকেতুর উদয় হলে, এঁরা লেজের মতন প্রকাশিত হন। এঁদের উপজীবিকা দুটী—নুতন দোকানদারদের বাহ্যিক ভড়ং দেখিয়ে ভুলিয়ে ধারে সওদা নিয়ে, সেইগুলি বন্ধক বা বিক্রয় দ্বারা, আর নুতন বড়মানুষের মোসাহেবীর দ্বারা অন্ন সংস্থান করা। এই মোসাহেব মহাত্মাদের পেশাগীর বেশ্যাদের মত আর একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে, যখন যার তখন তার। যার কাছে থেকে যতক্ষণ পয়সা পান, ততক্ষণ তারি, পয়সা ফুরুলে আর সম্পর্ক নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মোসাহেবেরা নবকুমারকে নিয়ে বোসল, ভুতে পাওয়ার মত অদৃশ্যে বাবুর ঘাড়

ভাঙ্গতে লাগল। নবকুমার বাবু এখন অহঙ্কার আর অভিমানের আশ্রয়ে নীচবৃত্তিদের অনুগত দাস হলেন, ধর্ম্মরূপ কাল্পনিক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে, বকধার্ম্মিক সেজে সংসার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হলেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে বড় ভক্তি, পায়ের ধুলা ভক্ষণ, চরণামৃত আর বহিঃবাস ধোয়া পবিত্র জল পান।

গদিবিলাসী বাবুরা যে সকল উচ্চ গুণে ভূষিত, নবকুমার বাবুও অতি অল্প দিনের মধ্যে, সেই সকল গুণের গুণনিধি হয়ে উঠেছিলেন। দলাদলী, জাতির আর ধর্ম্মের ঘোঁট নিয়ে সকাল বিকাল কাটাতেন, সন্ধ্যের পর থেকে খোস গল্প, ঠাকুরুণ বিষয়, সখীসম্বাদ আর কখন কখন হরি সংকীর্ত্তন এইরূপ আমোদ প্রমোদে ১০ টা পর্য্যন্ত কেটে যেত। এখন সকাল বিকালে বাবুর বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলে পিঁপড়ের সারের মত বামন পণ্ডিতের গতায়াত দেখে বোধ হোত, এ বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকার্য্য উপস্থিত আছে।

নবকুমার বাবু মোসাহেব মহাপুরুষদের সৎসঙ্গে আর সৎপরামর্শে এখন বেলাল্লাগিরী আর বদ্‌মায়েসী সুরু কল্লেন—কুসংসর্গ আর কুপরামর্শে লোকের কি অনিষ্টপাতই না হয়! এমন কি সিংহি, হাতি পর্য্যন্ত সঙ্গ দোষে মারা পড়েছেন। মনুষ্যের মনোবৃত্তি স্বাভাবিক চঞ্চল, যে দিকে, যে পথে মনকে লয়ে যাবে, বল্‌গা বিহীন অশ্বের মত মন সেই পথেই ধাবিত হবে। নবকুমার বাবুর মনোবৃত্তি এখন কুকর্ম্মে আসক্ত, কাজেই দিন দিন

কুকাজ-লিপ্সা বৃদ্ধি হতে লাগল—এখন পর নিন্দা, পর কুৎসা, পরের গ্লানি, অবহেলা, ঠাট্টা, বটকিরা এইগুলি তাঁর কাজ হলো। যাঁদের মানের ভয় আছে, ভদ্রলোক, দেখে শুনে তাঁরা তফাত হলেন, মোসাহেবেরা তাদের মনস্কামনা সিদ্ধির বিলম্ব নাই দেখে, আনন্দে ক্লেপ দিতে লাগল আর বামন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শোভাস্তরীতে সাধারণের কাণে তালা লাগিয়ে দিলেন।

নবকুমার বাবু ইতিপূর্ব্বে দেশে কিঞ্চিৎ জমী জরাৎ কিনে ছিলেন, এখন গ্রামে জমীদার বলে বিখ্যাত হয়ে উঠে ছিলেন; মহলে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন কারপরদাজেরা বাবুকে পত্র লিখবার সময় "নবকুমার পোদ্দার" না লিখে রায় মহাশয় লিখিতে আরম্ভ কল্লে। নবকুমার যথার্থ মনে মনে ঠাউরে ছিলেন তিনি এক জন বড়লোক, বড় জমীদার, সম্ভ্রমের যোগ্য পাত্র। অর্থের এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব, তাতে না হয়, এমন কাজই নাই। অর্থের দ্বারায় বশ না হয় এমত লোকই নাই। পাঠক! এমন মনে করবেন না, যে অর্থ ব্যয় করে লোককে বশীভুত করতে হয়, কিছু নয়, অর্থ আছে এইটী লোকে জানতে পারলেই যথেষ্ট। যেমন আবৃত গুড়ের কলশীর চারিদিকে মাছিরা ভেন ভেন করে উড়ে বেড়ায়, পিঁপড়েরা দলবদ্ধ হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, যেমন মিষ্টান্নের দোকানে বোলতারা আশার দাস হয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়, তেমনি যেখানে অর্থ আছে সেইখানে ওমেদোয়ার, মোসাহেব, নিষ্কর্ম্মা লোক, জ্ঞাতী

আর কুটুম্বেরা হামেহাল হাজির থাকেন। নবকুমার বাবু এখন কলিকাতার বাবুর দলে দলভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বৈটকখানা আর বাগানের ফরনিচর দেখে, আপনার বৈটকখানাও বিলাসের দ্রব্যে পরিপূর্ণ কল্লেন। বাবুগিরীর প্রধান অঙ্গ বেশ্যা, সেই অভাবটী মোচন করবার জন্য বাবুর প্রধান মোসাহেব হালদার আর গাঙ্গুলী বাবুর তরফ আমমোক্তার নিযুক্ত হলো। নবকুমার বাবুর ছেলেবেলা থেকে একটী সংস্কার ছিল যে "আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে," সেই সংস্কার বশে, হালদার আর গাঙ্গুলীর পছন্দ করা বেশ্যা মনোনীত হলো না, বাবু স্বয়ং স্বচক্ষে বেচেগুচে একটী বেশ্যা রক্ষা কল্লেন।

আজব সহরে বেশ্যা রাখা, এটী কুকাজ বলে গণনীয় নয়, বরং বাহাদুরীর কাজ। গাড়ী, ঘোড়া, বেশ বিন্যাসের ন্যায় বেশ্যাও একটী বিলাসের প্রয়োজনীয় উপকরণ, ইটী না থাকলে বাবুগিরীর অঙ্গ ভঙ্গ হয়। কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তার দুধারি আর বিখ্যাত সোনাগাজী, হাড়কাটা আদি গলীর মধ্যে যে সকল দোতলা তেতলা বড় বড় বাড়ীগুলি দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি এক একটী বিখ্যাত রক্ষিত বেশ্যার, আর ঐ বাড়ীগুলি কীর্ত্তি স্তম্ভের মতন সাধারণের নয়ন পথে পতিত মাত্রেই বাবুর পবিত্র নাম মনোমধ্যে উদয় হয়ে থাকে। কলিকাতার বাবুদের মধ্যে যদি কেহ গৃহে পরিণীতা স্ত্রীর সহবাসে রাত্রি যাপন করেন, তাহলে তাঁকে তাঁর সমা-

লোকে অরসিক আর কৃপণ বোলে তাঁকে সমাজ- করে থাকেন। যাঁর বেশ্যা নাই, তাঁর পার্টীকিষ্টে মন্ত্রণ হয় না, সুতরাং সহরের বড় সমাজের সামাজিক-দের এক একটী বেশ্যালয়ে রাত কাটান ইটী একটী সামাজিক প্রধান নিয়ম। হায়! এই নিয়মের জন্য যে কত অনিষ্ট প্রতি রাত্রে ঘটনা হচ্চে তা বিচক্ষণ লোক আর জগদ্দর্শী হুতমের জানতে বাকি নাই। পাঠক! ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান, বাবুরা সেই বৃত্তি চরিতার্থ জন্য বাহিরে গিয়ে থাকেন, তাঁদের গৃহিণীরা তাঁদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কিরূপে চরিতার্থ করে থাকেন তা আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পার-বেন। গৃহস্থের বাড়ী একটা খানসামা বা রাঁদুনে বাম-নের দরকার হলে, অনেক অন্বেষণ করেও পাওয়া যায় না; কিন্তু বড় মানুষের বাড়ীতে ঐ সকল কাজের জন্য শত শত ওমেদোয়ার। পাঠক! তার কারণ কি? বাবুরাও রাত্রে ঘরথেকে বেরিয়ে যান, বারনারীর সহিত বিলাস-সুখ উপভোগে মত্ত থাকেন, আর বাড়ীর বিবিরা বেহারা, খানসামা, রাঁদুনে বামন, জমাদার দ্বারা বাবুর একটিনি কাজ সম্পন্ন করিয়ে লন। যাঁরা বাল্যকাল থেকে কুসংসর্গে দিন যাপন করেন, মোসা-হেব যাঁদের পরামর্শ দাতা, সদসদ্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁরা কেমন করে বিবেচনা করতে পারবেন! এই বড় মানুষ বাবুদের আশ্চর্য্য ব্যবহারে এই সহরটী ক্রমে বেশ্যা সহর হয়ে উঠেছে, নিত্য নিত্য বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি

হচ্চে। পেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন যে, এই সহরের বে
সংখ্যা ইংলণ্ড ও পেরিস অপেক্ষা অধিক; এই
সহর কলিকাতা থেকে দীর্ঘে প্রস্তে ঢের বড় তার বাস
ন্দাও সমধিক, এই বেশ্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ পুর্ব্বেই
বলা হয়েছে উঁচু সমাজের সামাজিক বাবুরা।

স্ত্রী পুরুষ।

স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক পুরুষাপেক্ষা আমোদ ও রহস্য প্রিয়, এর কারণ তিনটী। প্রথম স্ত্রীজাতির শোণিত পুরুষের অপেক্ষা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ, দ্বিতীয় পেসী সকল অধিক কমনীয়, তৃতীয় রমণীদের মনোবৃত্তি সামান্য বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে থাকে। কিন্তু হুতমের মতে এর আর একটী স্বতন্ত্র কারণ আছে, পুরুষ প্রকৃতি এ দুটী শব্দের যেরূপ ব্যাকরণ মতে লিঙ্গ ভেদ উপলব্ধি হয়, এঁদের আত্মারাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ বিশিষ্ট। গাম্ভীর্য্য যেমন মনুষ্যের প্রধান ভূষণ, সরলতাও স্ত্রীলোকের সেইরূপ শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। স্ত্রী পুরুষের আপন আপন মনোবৃত্তির উপর দৃষ্টি রেখে সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। গাম্ভীর্য অথবা সরলতা এ দুয়ের মধ্যে কোনটীরই সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে জ্ঞানালোক

ধারাবাহিক রীতি-নীতির অতিক্রম করা
র কার্য্য। পুরুষ যদি সামান্য কাজে কিম্বা
া কৌতুক কালে গম্ভীর ভাব ধারণ করেন, আর
স্ত্রী সকল বিষয়েই সরলতা প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁরা
সামান্য জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে সমাজে হাস্যাস্পদ
হয়ে থাকেন। পুরুষ যদি সকল সময়ে, সকল কাজে
আমার মত সলেম আউলী ভাব ধারণ করেন, আর স্ত্রী
সরলতার পরাকাষ্ঠা, হাত ধরলে "মুখ মুড়ি না" ভাব
ধারণ করেন, তাহলে সমাজশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়ে একটী
বিষম বিপদ ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই কারণে পুরু-
ষের সর্ব্বদা সাবধানে সংসারে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।
গাম্ভীর্য্যবশে সাংসারিক কাজে সম্পূর্ণ দৃষ্টি না রেখে
ফিলজফার সেজে বেড়ালে, তাঁকে পদে পদে লজ্জারূপ
কূপে পতিত হতে হয়, আর স্ত্রী উদাসীন ভাবে
সরলতার সাজে বেড়ালে, তাঁকে শীঘ্রই রমণীর আদরের
ধন, যত্নের ধন, সতিত্ব ধনে বঞ্চিত হতে হয়। ঈশ্বর
স্ত্রী পুরুষ এই দুই জীব উভয়ে মিলিত হয়ে সংসারে
বাস করবে বলে, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি দ্বারা
ভূষিত করে সৃষ্টি করেছেন। স্তুতম স্ত্রী বা পুরুষ, এক-
জনকে সম্পূর্ণ জানোয়ার বলে স্বীকার করেন না, উভয়ের
সমষ্টিকে একটী সম্পূর্ণ জীব বলে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীর
সাংসরিক কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আহরণের জন্য
নিরন্তর শ্রম, অপার চিন্তা, স্ত্রী সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য ও
সেবার দ্বারা দূরীকৃত করেন স্তুতমের এই অভিপ্রায়। যখন

স্ত্রী পুরুষ দুজনে উপরি উক্ত কার্য্য নিয়মিত রূপে
করেন, তখন শ্রম ও প্রফুল্লতা উভয়ে সখীবেশে
গৃহে বাস করেন, আর সেই গৃহস্থ, দাঁড়ী মাঝীর
সজ্জিত নৌকার মত ভব তরঙ্গে, মিলন মারুতের
হিল্লোলে, অসঙ্কুচিত ভাবে বিচরণ করে থাকে। পাঠক!
হুতমের জাতির মধ্যে, পক্ষীদের মধ্যেও এই নিয়ম স্পষ্ট
দেখতে পাবেন, যখন পেঁচী কোটরে ডিম্ব প্রসব করে
তাদেন, তখন পেঁচা ডালে বোসে আপনার মধুর স্বরে গান
করে প্রিয়সার শ্রম নিবারণ করেন, আর আহারের দ্রব্য
সংগ্রহ করে প্রিয়ার উদর পূরণ করে থাকেন। স্বভাব মুক্ত
কণ্ঠে সকল জানোয়ারকে মিলিত হয়ে শ্রমের ভাগ বহন
করতে উপদেশ দিচ্চেন। মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ
পরিণয় রূপ সামাজিক পাশে বদ্ধ হয়ে সংসারধর্ম্ম ও
গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ করে থাকেন, প্রায় পুরুষের উপর
অর্থ উপার্জ্জন, জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদির আহরণ,
সন্তান দিগের শিক্ষাদান প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যের
ভার নির্ভর থাকে, তার কারণ, পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা
স্বাভাবিক বলিষ্ঠ ও বির্য্যবন্ত, আর স্ত্রী স্বাভাবিক কোমল
ও পুরুষ অপেক্ষা অল্প শ্রমী বলে তাঁদের উপর তাঁদের
স্বভাব সুলভ মিষ্টি মিহি কথায়, ও হাব, ভাব, ভঙ্গি,
কটাক্ষাদি দ্বারা পুরুষের চিত্তরঞ্জন আর পুত্র কন্যার
লালন পালনের ভার ন্যস্ত থাকে। ভিন্ন প্রকারের কার্য্য
নির্ব্বাহ জন্যই ঈশ্বর পুরুষকে বলিষ্ঠ ও স্ত্রীজাতিকে কোমল
দেহ ও সরল মন প্রদান করেছেন, কিন্তু আক্ষেপের

লাকেরা তাঁদের আপনাদের কৌতুক ও রহস্য
বের মতন, অল্প বুদ্ধি আমোদ প্রিয় ছেবলা
নাগরের সহিত সহবাসে সর্ব্বদা ইচ্ছা প্রকাশ
র থাকেন ; পণ্ডিত, পরিণামদর্শী, গম্ভীর স্বভাব পুরু-
ষের আশ্রয় ঘৃণাকর বোধ করে থাকেন। অপরিণামদর্শী
ছেবলার সঙ্গে সরলা রসিকার মিলনে, পদে পদে অনিষ্ট
ঘটনার সম্ভাবনা। দুজনেই রসের সাগরে গা ঢেলে দিয়ে
হাবু ডুবু খান, হয়ত সেই গা ঢালাতেই একেবারে
অতলগামী হয়ে থাকেন। এই জন্য পরিণামদর্শী গম্ভীর
স্বভাবের সহিত সরলার মিলন আবশ্যক ; গম্ভীর প্রকৃতিও
রসিকার সংসর্গে সলেমআউল হতে পান না, আর
রসিকাও রসের ভাণ্ডার লুটতে পারেন না। একের
মনোবৃত্তি অপরের মনোবৃত্তিকে দমিত করে অপার সুখ
সৌভাগ্য উদ্ভব করে থাকে।

জগদ্দর্শী হুতম কিন্তু এরূপ মিলন প্রায় দেখতে
পান না, রসিকারমণীর বিলাসী বাবুভায়ার হাত এড়িয়ে
যাবার যো নাই ; পরিণাম দর্শন বা পাণ্ডিত্য বিলা-
সীর বাক্‌চাতুরী আর বাগাড়ম্বরের কাছে কলকে পায়
না। হুতম যখন কোন জানোয়ারকে হেসে হেসে কথা
কইতে দেখেন, শিরে আলবারট ফেসন, আর খোস-
পোসাগী দেখেন, তখন তিনি সেই মহাপুরুষকে নিশ্চিত
লম্পট বলে মনে মনে স্থির করেন। নাগর বেশের
এমনি মোহিনী ক্ষমতা, যে তার প্রভাবে অবলা সরলা
বাণ বিদ্ধা হরিণীর মতন লোক লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়ে

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীজাতিরা ... স্বভাবের প্রতি এতই পক্ষপাতী যে তাদের অ... প্রকৃতির মতন পুরুষ পেলে আর কিছুই চায়... নাগরেরা সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকের সমান, বিশেষণ মা... ভিন্ন লিঙ্গ। তাঁরা ভিন্ন লিঙ্গ নাহলে হুতম তাঁদের মেয়ে মানুষ বই আর অপর সংজ্ঞা দিতেন না। যদিও সম স্বভাবাপন্ন স্ত্রীপুরুষে পরিণয় পাশে আবদ্ধ হয়, তথাচ তাঁদের পরিণাম শোকাবহ হয়ে ওঠে। বিলাসী খোসপোসাগী আপনার বিলাসী স্বভাবের মত, স্ত্রীকে সর্ব্বদা বহুমূল্যের পরিধেয় ও অলঙ্কার দ্বারা ভুষিত করেন, স্ত্রীকে বিবি বানিয়ে তোলেন, উভয়ে সর্ব্বদা বিলাসে মত্ত থেকে সঞ্চিত পূর্ব্বধন অল্পকালের মধ্যে অপব্যয়ে ক্ষয় করে ফেলেন, বিলাসী উপার্জ্জনের শ্রম সহ্য করতে পারেন না, বিবিও গৃহ কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না, অবশেষে তাঁদের দশা দেখে শৃগাল কুক্কুর পর্য্যন্ত রোদন করে। স্ত্রীলোকের আর একটী স্বভাব নীচগামী মতি ! স্বামী ধনে, মানে, কুলে, শীলে সকল বিষয়ে মনোমত হলেও,—তথাচ স্ত্রী তাঁর স্বাভাবিক নীচ মতির প্রভাবে অপদে পদার্পণ করে থাকেন ; বাড়ীর রাঁদুনে বামন, খানসামা, দরওয়ান এঁদের হাতেই যৌবন সম্পত্তি ন্যস্ত করে, রসিকা রসের তরঙ্গে সাঁতার দেন। হুতম এখানে পুরাবৃত্ত থেকে একটী দৃষ্টান্ত পাঠকদের গোচরার্থে উদ্ধৃত কল্লেন। প্রাচীন রুম রাজ্যে মারকস অরিলিয়স নামে একজন

পতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান সদ্‌বিচারক প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ ছিলেন, তাঁর মহিষী সুন্দরী ফষ্টীয়ানা, নরপতি মারকসের প্রেমে প্রীতি লাভ না করে, সেই রাজ্যের একজন সামান্য পালোয়ানের প্রেমে মুগ্ধ হন। মহিষী ফষ্টীয়ানা ঐ পালোয়ানের গুণের প্রতি এত দূর পক্ষপাতী হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্র রাজকুমার কমোডসকে অপর কোন বিদ্যা শিক্ষা না দিয়ে তাঁর প্রণয়কের বিদ্যায় অর্থাৎ পালোয়ানী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন। মহারাজ মারকসের পরলোক গমনের পর, কুমার কমোডস সিংহাসনারূঢ় হলে, তিনি তাঁর অসদ্‌ ব্যবহার ও প্রমত্ততায় প্রজাপুঞ্জের ঘৃণা ও বিরক্তির ভাজন হয়ে ছিলেন। তাঁর ন্যায় নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজা আর কখন রুম রাজ্যের সিংহাসনে অধিবেশন করে নাই। মনুষ্যে[illegible] তক্ষই তাঁর প্রধান ক্রিড়া ছিল, মল্লযুদ্ধ [illegible]নার কার্য্যেই তাঁর দিনপাত হতো। পাঠক! এই রকম নীচ প্রবৃত্তির স্ত্রীলোক এই আজব সহরে অপ্রতুল নাই, সকল গলীতেই অন্বেষণ করে দেখলে দুটী একটী পাওয়া যায়। চিরেতাতলা, কদমতলা, রামবাজার, কৃষ্ণবাজার, সকল রাস্তায় একটী একটী স্ত্রীরত্ন আপন আপন সতীত্বরূপ অমূল্য রত্ন জমাদার, রাঁদুনে বামন, খানসামা আদি মনোমত মহাপুরুষে বিতরণ কচ্চেন। এই সকল স্ত্রীদের আচরণ দেখে কতশত সামান্য গৃহস্থ কামিনীরা যে অপথে পদার্পণ কচ্চেন তার আর সংখ্যা নাই। পরিবারের মধ্যে

একটী স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হলে, ঐ স্ত্রীর চরি সংক্রামক রোগের ন্যায় সেই পরিবারের প্রায় সকল গৃহলক্ষ্মীর চরিত্রকে দুষিত করে তোলে। বিশেষ কন্যা ও বধুগণ সকল কাজেই মাতা কিম্বা শাশু- ড়ীর অনুকরণ করে থাকেন। কর্ত্রী দুশ্চরিত্রা হলে, কর্ত্রী কুপথের পথিক হলে, কন্যা ও বধুগণ সেইরূপ চরিত্র সম্পন্না হয়ে তাঁরাও মনোমত নাগরের হস্তে যৌবন ধন ন্যস্ত করে দেহ ও যৌবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করে থাকেন। হুত- মের কোটরের নিকটে এক ঘর গৃহস্থ যেরূপ সুখসচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, উদাহরণ স্বরূপ সেটী এখানে বলা কর্ত্তব্য। উক্ত গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী পুরাণ পাপী, ছেনাল, চুন পুঁটীও তাঁর হাত থেকে এড়াবার যো নাই। গৃহ- স্বামী চাসা, রসিকতা কাকে বলে তা সে কখন কর্ণেও শুনে নাই, সর্ব্বদা অর্থাগমের চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীর দর্শনে স্পর্শনে ঘৃণা ও দেহের অপবিত্রতা বোধ করেন, স্বামীকে চাসা জ্ঞানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকেন। সুতরাং সুবিধা মত মনোমত নাগর পেলেই দুদণ্ড তাঁর সঙ্গে প্রাঞ্জল মিষ্টালাপে দেহ ও মনের চরি- তার্থতা সাধন করে থাকেন। এই গৃহস্থের পরিবারগণ পিতামাতার চরিত্র দেখে, পুত্রেরা মাকে মনের সহিত ঘৃণা করে, সকল কাজেই পিতাকে আদর্শ করে থাকেন আর কন্যারা পিতাকে চাসা বোলে অগ্রাহ্য করে মাতার উচ্চ মনের, পবিত্র কাজের অনুকরণ করে থাকেন। এই গৃহস্থের বাটীর কিছু দূর অন্তরে আর এক ঘর

রেজিষ্টরী নং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

হুতম!

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ১০

কলিকাতা শনিবার। ১৩ই আষাঢ়। ইং ২৬শে জুন।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২৷৷০ ,,
মাসিক	,,	।৶০আনা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাসুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে। মফস্বলের গ্রাহক-দের নিকট মাসিক হারে মূল্য লওয়া হইবেক না।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহ-রের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

গৃহস্থ বাস করেন। আহা! তাঁদের বিশুদ্ধ আচরণ, স্ত্রীর পতিভক্তি, স্বামীর স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ জ্ঞানে সমুচিত ব্যবহার দেখে কার না মনে পবিত্র গৃহস্থ সুখের আস্বাদনে ইচ্ছা হয়ে থাকে? স্ত্রীর সরলতা, কৌতুক-প্রিয়তা, স্বামীর গাম্ভীর্য্য দ্বারা পারিমাণিক দমিত হয়ে আর পতির গম্ভীর ভাব স্ত্রীর চপলতায় বিদূরিত হয়ে, স্ত্রী স্বামীর সহিত কথোপকথনে দিন দিন জ্ঞানের পথের উচ্চ উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন আর স্বামী সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই গৃহস্থের গুণগ্রাম সন্তান সন্ততিতে স্পষ্ট বর্ত্তমান দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ গৃহ, এইরূপ গৃহস্থই সংসারের মধ্যে প্রকৃত সুখের আগার, আর পরম সুখী।

পেঁচো পোদ্দারের ছেলে নবকুমার রায় চৌধুরী।

বড়মানুষের বাড়ীর বিবিরা, যাঁরা বাড়ীতে বোসে আপনাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি অবিবাদে চরিতার্থ করতে পান, তাঁরা কষ্টে সৃষ্টে বাবুর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকেন। কিন্তু বাবুর পরলোক যাত্রার পর অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিবন্ধক উপস্থিত দেখলে, নাগরের সহিত সর্ব্বদা সম্ভাষণের সুবিধা না দেখলে, পরদানবীস বিবিরা পরদার বার

হয়ে, বাজারে দোকান খোলেন। বাবুদের অত্যাচারের দরুণ, তাঁদের বাড়ীর দশা প্রায় এই রূপই সচরাচর ঘটে থাকে। দুরাচারেরা আপনাদের সর্ব্বনাশ করেও ক্ষান্ত হয় না, তাদের অত্যাচারে, তাদের বাড়ীর কাছে সামান্য গৃহস্থের সুন্দরী বউ-ঝি নিয়ে ঘর করবার যো নাই। বাবু নাগর-বেশে বৈটকখানার বেলকনী থেকে, না হয় ভিনিসীয়নের আড়াল থেকে, হাব ভাব ইশারা কটাক্ষ আদি চার ফেলে সুন্দরীরূপ মীনের আশায় বসে থাকেন, যদি শুদ্ধ নাগর-বেশে মনোহরণ না হয় তবে টাকার শব্দ প্রভৃতি নানান রকম প্রলোভন দেখান। যতদিন বাবুর মনোরথ সিদ্ধি না হবে, ততদিন সেই সুন্দরীর নিস্তার নাই! বাবুত স্ত্রীলোকটীর পেছু লেগেই থাকেন, আর তাঁর মোসাহেবেরাও নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁরাও সাধ্য মত চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কোটনা আর কুটনীদের অসাধ্য কাজ নাই, হিরে মালিনী যে বোলেছিল, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে মর্ত্তে ফাঁদ পেতে স্বর্গের চাঁদ ধরে দিতে পারি, সে কথাটী নিতান্ত অমূলক নয়। এই মোসাহেব মহাশয়েরা গৃহস্থের বাড়ী একটা বাহানায় প্রবেশ করেন, গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে একটা সুবাদ সম্পর্ক পাতিয়ে, মাছটা, আঁবটা, সন্দেশটা আরটা সওগাদ দিয়ে, বাড়ীর সকলের মনোরঞ্জন করে, শেষে সুযোগ পেলেই আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির যোগাড় দেখেন; আর কুটনীরা যে রকমে কাজ উদ্ধার করেন তা বোধ হয় পাঠকদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, এঁদের পবিত্র চরিত্র হুতম ভবিষ্যতে

ভাল করে বর্ণন করবেন বলে এস্থলে কোন কথা বল্লেন না। বাবুর হুকুম, সুন্দরীকে বাবুর কাছে এনেদিতে হবে, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে এমন সাধ্য কার আছে? মোসাহেব কোটনারা আর তাদের প্রেরিত কুটনীরা কলে কৌশলে সেই পতিব্রতা সাধ্বী সুন্দরীর মত করে, তার ধর্ম্ম নষ্টের জন্য আর আপনাদের কিঞ্চিৎ লাভের জন্য, বাবুরূপ নরপিশাচের সম্মুখে তাকে এনে দেওয়া হয়। বাবুর কয়েক দিন ঐ সুন্দরীর সহবাসেই ইন্দ্রিয় অভিলাষ পরিতোষ হয়, শেষে ঐ গৃহস্থের বউ বা কুমারী কন্যার জন্মের মত মাথা খেয়ে তাকে পথে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হায়! সেই সকল অল্প বয়স্কা কামিনীরা তখন কি করে, কোন উপায় না দেখে, অনন্যগতি বাজারে বেশ্যা নাম লেখাতে বাধ্য হয়! বাবুদের অত্যাচারের এই পর্য্যন্ত সীমা পাঠক এমন মনে করবেন না, তাঁদের রক্ষিত বেশ্যা বা বার করে আনা অঙ্গনাদের দ্বারা বাবুর ভোগ আশা সম্পূর্ণ হয় না, বাড়ীর মধ্যে অল্প বয়সী—ভাগ্নী, ভগ্নী, পুত্রবধূ আদি সকলেই বাবুর দ্বারা গুরুপ্রসাদী হয়ে থাকে। হায়! এই অত্যাচারের ফল স্বরূপ যে দিন দিন কত গৃহলক্ষ্মী আত্মঘাতিনী হচ্চেন, তার সংখ্যা নাই! এই ব্যবহার দোষে যে কত শত ভ্রূণহত্যা অহরহ হচ্চে তারও সংখ্যা নাই! হুতম ভাল জানেন এই রাক্ষসরাই গৃহলক্ষ্মীদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। একবার সতীত্ব ধনে বঞ্চিত হলে, একবার লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলে তখন তার

কুলকামিনীরা তুলসী পাতা দিয়ে দিন পাত করতে সম্মত হন না, মনোমত সঙ্গী পেলেই অমনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকেন। হায়! যাঁদের ধন আছে, যাঁদের দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা আছে, তাঁরাই কিনা লম্পটাদি নানা দোষের কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থেকে বৃথা অর্থ ব্যয় কচ্চেন, আর অমূল্য ধন, জীবন ধন, তাও বৃথা ক্ষয় কচ্চেন। আজ শতবর্ষ হলো, পশ্চিম প্রদেশীয় সভ্যতা এ দেশে ইংরেজদের সঙ্গে আগমন করেছে, কিন্তু কৈ, কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ তো দৃষ্টি হচ্চে না? শতবর্ষ পুর্ব্বেও যে আচার যে ব্যবহার, আজও সেই আচার সেই ব্যবহার। বাড়ার মধ্যে ঘণ্টা নাড়া! সেই কোঁচান কাপড়, সেই কোঁচান চাদর, সেই গদী, সেই গেরদা, তবে বাবরী চুলের বদলে আলবার্ট, আর জরীর চটী জুতোর বদলে, মনটিতের দোকানের সাইনিং জাপানের হাই হিল হনুটীং। সহরের বড়মানুষ বাবুদের মধ্যে কোন উন্নতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, হজুররা পৈতৃক ধন যেমন উইল সূত্রে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অবিবাদে সুখে ভোগ দখল করে আসচেন, তাঁদের ঔরসের তেজ্য নবাবী কেতাগুলি-রও সেইরূপ অবিবাদে অনুকরণ করে আসচেন! হুতম মনে করে ছিলেন, কোন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি হলে যদি কোন লোক বড় লোকের দলে উঠেন, তবে তাঁর একটী নূতন রকম রিফাইন গোচের দাঁড়া দস্তুর হবে, কিন্তু সে আশাটী নবকুমারের ব্যবহার দেখেই

হুতম পরিত্যাগ করেছেন। নবকুমার বাবু বেশ্যা রেখে পর্য্যন্ত আর বাড়ীতে যান নাই, বিবাহের পর বার দুই বাড়ী গিয়ে থাকেন, কিন্তু কোন বারেই দশ দিনের অধিক দেরি করেন নাই। নবকুমারের এখন পড়ুতা পড়েছে, সুতরাং "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ" এ কথাটী কেন সফল না হবে? নবকুমারের এখন একটী ছেলে আর একটী মেয়ে। হাত যশ থাকলে পুত্র উৎপাদনের জন্য করিতকর্ম্মা স্ত্রীদের বড় একটা ভাবনা করতে হয় না। নবকুমারের ছেলেটী ক্রমে মাতাধরা হয়ে উঠল, এখন তার বয়েস ১৩ বৎসর। বাড়ীতে বাবুর পিতা, পৌত্রের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কলকেতায় চিটীর উপর চিটী লিখতে লাগলেন। প্রত্যুত্তরে নবকুমার বাবু, সুন্দরী মেয়ে দেখে, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে লিখে পাঠালেন। নবকুমার বাবুর ছেলের বিয়ে, এই সম্বাদটী অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ল, ঘটক আর ঘটকীরা ঘর ঘর মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগল। কর্ত্তার হুকুম হয়েছে "ভাল ঘরের মেয়ে হবে, দেখতে দিব্বি সুন্দরী, কিছু সঙ্গতিও থাকবে," এরূপ একটী মেয়ে মেলা নেহাৎ সোজা কথা নয়। অনেক অনুসন্ধানের পর, অনেক বাছ গোছের পর পলাবেড়ের পালের বাড়ীর, পরাণ পালের কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হলো। পালেরা সঙ্গতিবান লোক—বড় মানুষ, জাতির মধ্যে এঁদের ঘরের আঁট বড়, বিশেষ বড় হিঁদু, বামন বৈষ্ণবের পাদোদক পান না করে পালজী জল খান না।

পালজীদের পূর্ব্ব পুরুষ পাঁচুর মত সামান্য চাসা ছিল, চালানী কাজ ছিল। এরূপ শোনা আছে যে, এই পালেদের মৌরস একবার তিন কিস্তি তামাক বোঝাই করে পদ্মা দিয়ে ব্যাপার করতে যাচ্ছিল, এক রাত্রে এক জায়গায় নৌকা নোঙ্গর করে থাকে, নিশীথ সময়ে এমন কি—রাত্রি দুই প্রহরের পর, কে এক জন নদীর পাড়ের উপর থেকে বামা স্বরে ডেকে বল্লে "ও—পাল, তুই শীগ্গির এইখানে নৌকা নিয়ে আয়, আর আমি তোর ধন আগুলে থাকতে পারি না।" ঐ বহরের মধ্যে কেবল পালজী সে সময়ে জেগে ছিলেন, তিনি ঐ কথা শুনে প্রথম কোন ডাকাতে তাঁর কিস্তি মেরে নেবে বলে, মিছে বাহানায় তাঁকে ডাঙ্গার কাছে যেতে বলছে, এইটী মনে করে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নৌকায় নিস্তব্ধে থাকেন। তার পর আবার ঐ স্বর যখন পালজীকে সম্বোধন করে বল্লে, "দেখ তুই যা আশঙ্কা কচ্চিস তা নয়, আমি ডাকাত নই, চোর নই, তোকে তোর ধন দেবার জন্য ডাকচি, শিগ্গির আয়, দেরি করলে আর পাবি না।" পালজী আর লোভ সামলাতে পারলেন না তখনি একখানি নৌকা খুলে ডাঙ্গার নিকট গেলেন। ঐ স্বর বল্লে, "নৌকার মাল জলে ফেলে দিয়ে এই ভাঙ্গার মুখের কাছে আড় করে ধর," পালজী তাই কল্লেন, নৌকার মাল পদ্মায় ফেলে দিয়ে নৌকা খানি আড় করে ভাঙ্গার মুখে ধরলেন, তখনি এক চাবড়া মাটী ঝপাস করে জলে পড়ে গেল আর

ঝম ঝম শব্দে ঐ নৌকার উপর মোহর বর্ষণ হতে লাগল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মোহরে নৌকা পরিপূর্ণ হোল, তখন পালজী ক্রমে আপনার আর দুখানি নৌকা সেইরূপে মোহরে পূর্ণ কোরে সেই রাত্রেই সেখান থেকে নৌকা খুলে বাড়ীতে যাত্রা করেন। এই ঘটনাটী অনেক দিন গোপন ছিল, কিন্তু কোন গতিকে পালজীর স্ত্রী এ সম্বাদটী পালজীর কাছে শুনেন। কোন কথা স্ত্রী লোকের কর্ণগোচর হলে, সেটী প্রকাশের আর বড় ভাবনা করতে হয় না। গৃহলক্ষ্মী যতক্ষণ সে কথাটী লোকের নিকট ডাল পালা দিয়ে সজ্জিত করে প্রকাশ না করেন ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। পরদিন আহারাদির পর, পালজীর স্ত্রী গৃহ কর্ম্ম তাড়াতাড়ি সমাধা করে, কলশী কাঁকে জল আনার ভাণে ঘর থেকে বেরিয়ে, গ্রামের বড় পুষ্করিণীর পাড়ে বার দিলেন। পাড়ার গিন্নী আর বৌ-ঝিরে ক্রমে সকলে সেইখানে সমবেত হলো, পালজীর স্ত্রী সে দিন আর কার সঙ্গে কথা কন না, মুখ ভারি করে বসে আছেন। পাড়ার বয়ঃস্থা স্ত্রীরা পালজীর গৃহিণীর এইরূপ অভাবনীয় ভাব দেখে, কারণ জানবার জন্য অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়ে উঠল। অনেক সাধ্যি সাধনার পর, পালজীর স্ত্রী পাড়ার মেয়েদের দিব্বিদিব্বান্তর করিয়ে, পালজী গতবারের সফরে সাত কিস্তি মোহর পেয়েছেন এই কথাটী কনফিডেনসলী বলে পেট হালকা কল্লেন। একটী মেয়ে শুনলে রক্ষা থাকে না, তাতে দশ জনের এক কুড়ী কাণে এ

সম্বাদ প্রবেশ করলে, এই জনরবটী দাবানলের মতন অতি অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে দিক্ বিদিক্ ব্যাপ্ত করে ফেলে।

রেস্ত শূন্য আমীর।

হারানন্দ বাবু আঠারো বৎসর বয়সে, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হন; বাবু বালকীয়াতে পৌঁছে পিতা পিতামহ যেরূপ ক্রিয়াকলাপ সৎকার্য্য দ্বারা নাম সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত সমাজে মান্য, গণ্য হয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে ছিলেন, তিনিও সেই সব কাজ কর্ম্ম বজায় রেখে, তাঁদের পথের পথিক হয়ে সম্ভ্রমের সহিত কালাতিপাতের ইচ্ছা করেন। হারানন্দ বাবু বিশ বৎসর বয়েসে আজব সহরের শান্তিরক্ষক সমাজের সভ্য শ্রেণীতে সভ্যের পদে মনোনিত হন। ক্রমে বাবুর নাম সহরে বেজে উঠল, কোন সভার আনাড়ী মুহুরী, ওরকে সেকরেটরী, কোন সভার প্রধান পাল্কী বেহারা, বনাম চেয়ারমেন, কোন সভার প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি নানা রকমের মান্যের পদে অভিসিক্ত হতে লাগলেন। বাবুকে এই সকল প্রকাশ্য সভা সমাজে হাজিরী দিতে হয়, সহরের বড় লোকেরা সেই সকল সভার সভ্য, সুতরাং হারানন্দ বাবুকে তাঁর অবস্থার অতিরিক্ত অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত অবস্থা ঢেকে রাখবার

জন্য মূল্যবান পোসাক, ভাল গাড়ী, বড় জুড়ী, বাবু-গিরীর আসবাব সকল প্রস্তুত আর খরিদ করতে হয়েছিল। বাবুর ইস্কুলে গতায়াত আর প্রাইভেট শিক্ষককে আনবার জন্য যে গাড়ী ঘোড়া বাবুর মা বাবুকে কিনে দেন, এখন সে গাড়ী ঘোড়া চড়তে বাবুর লজ্জা বোধ হওয়ায়, বাবু ডাইককোম্পানীর বাড়ী থেকে একখানি নিউক্লেসনের ব্রুহেম অরর্ডরে তয়েরি করিয়ে নিলেন, কুক কোম্পানীর সেলে একটী সোল হাত উচ্চের কাল রঙ্গের ওয়েলারের জুড়ী খরিদ করলেন, আর কারবারটসেন হারপরের দোকান থেকে ফরমাস দিয়ে সিলভর মাউনটেড হারনেস প্রস্তুত করিয়া নিলেন। সইস, কোচমান, আর-দালী, হরকরা, বেহারা আবশ্যকীয় পরিচারক বহাল হোল আর তাদের জন্য ইউনিফরম পোসাক আর তকমা তয়েরি হলো। এই সকল বাবুগিরীর উপকরণ আয়োজন করতে হারানন্দ বাবুর অনেক টাকার আবশ্যক হয়, হাতে তত টাকা মজুদ ছিল না, কাজেই কতক টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই সহরে একদল লোক আছে, তারা কোথায় কোন বড় মানুষের ছেলে বাবু হয়েছে, এই সম্বাদটীর অনুসন্ধান করে বেড়ায়; এরা বড় বড় পেট মোটা দালালদের খয়েরখা অন্নদাস। এই দলের জনেক লোক রামসুন্দর দালালকে খপর দিলে, হারানন্দ বাবুর টাকার প্রয়োজন হয়েছে। অমনি রামসুন্দর, হারানন্দ বাবুর বাপের বড় বন্ধু, হারানন্দের বাপের সঙ্গে তাঁর বড় আত্মীয়তা ছিল—হরিহর আত্মা (সর্ব্বৈব-

মিথ্যা) এই বাঁদী গত ঝেড়ে দিয়ে দালাল মহাশয় বাবুর কাছে পেশ হলেন। দালাল মহাত্মারা স্বাভাবিক ভয়ানক লোক, চোর ছেঁচড় ডাকাতেরা ঝেঁঠা গাছটা কুলখানা রেখে যায়, এঁরা ভিটে ছাড়া না করে ছাড়েন না। এই মহাপুরুষদের অসাধ্য কাজ নাই, কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষ মাস! এঁদের পেসাটীও ঠিক সেইরূপ। এঁদের মধ্যে অনেকে লোকের সর্ব্বনাশ করে বিলক্ষণ সঙ্গতি করেছেন, এমনকি এক একজন দালাল বনেদী বড়মানুষদের বাড়ীর মতন বড় বড় মোটা থামওলা তেতালা চৌতালা বাড়ী প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই মহাত্মাদের যেখানে শুভাগমন হয় মালক্ষ্মী ভয়ে সে পল্লী ছেড়ে ছুটে স্থানান্তরে পালিয়ে যান। রামসুন্দরের জালে হারানন্দ বাবু ধরা পড়লেন, এঁদের জালটী বেঁউতি জালের মতন, মায় কাতলা রুই থেকে চুন পুঁটী পর্য্যন্ত কারো এড়াবার যো নাই। রামসুন্দর কলিকাতায় একটী বেণে বড় মানুষের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হেণ্ড নোটে ধার করে হারানন্দকে এনে দেন। সতকরা তিন টাকা সুদ, পাঁচ টাকা কমিসন, আর দু টাকা হিসাবে দালালি, মিয়াদ তিন মাস। বাবুর এই প্রথম ধার সেই কারণেই এত সুলভ হারে টাকা পান। পাঠক! কমলার সতিনী ঋণ যে সংসারে প্রবেশ করেন, সে সংসারের সর্ব্বনাশ নিশ্চিত জানবেন। সুদ আর ছারপোকার ব্যান, এত শীগ্গির বেড়ে ওঠে যে, তার নিঃশেষ করা প্রায় হাজারের মধ্যে দশজনের ভাগ্যে ঘটে

কিনা সন্দেহ! জাত বেণে আর ব্যবহার বেণের কাছে টাকা ধার লওয়া, আর নিলকরের কাছে দাদন লওয়া দুটীই ঠিক এক রকম, এ দুয়েরি শেষ নাই। গরীব চাসারা তাদের জোতজমা সকলগুলি দিয়ে আর যাবজ্জীবন মিনি মাইনে খেটেও যেমন নিলকরের দাদন শোধ করতে পারে না, তেমনি সুদখোর ওরকে ইউজরের কাছে ধার করলে, তা আর শোধ হয় না। প্রতি তিন মাস অন্তে রিনিইউর সময়, সুদ, কমিসন, কম্পাউণ্ড ইনটরেষ্ট আর দালালি, আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে নোট বদলাই হয়, এই রূপে কিছু কাল বদলাই হলেই অধমর্ণকে একেবারে অধঃপাতে যেতে হয়, যথাসর্ব্বস্ব মহাজনের সর্ব্বভুক মোটা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। হারানন্দ বাবুর খরচ পত্র এখন খুব বেড়ে উঠেছে, এখন তিনি একজন পবলিক ক্যারেকটর, সকল প্রকাশ্য সমাজেই তাঁর আহ্বান হয়, আর সকল প্রকাশ্য ও প্রাইভেট বিষয়ে চাঁদা আর ডোনেসন দিতে হয়। সহরে চাঁদা কোরে (শ্রীবিষ্ণু) সবসৃক্রিপসনের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করা এ একটী নূতন জোচ্চুরি উঠেছে। চাঁদা এই বাঙ্গলা নামে টাকা আদায় হয় না দেখে, চাঁদার রিকাইণ্ড নামান্তর সবস্ক্রিপসনের দোহাই দিয়ে অনেকে দিনপাতের উপায় করেছেন। অমুক গ্রামে একটী ইস্কুল করেছি তার সাহায্য জন্য চাঁদা, অমুক গ্রামে একটী স্বদেশ হিতৈষিণী সভাসংস্থাপন হয়েছে তার জন্য সাহায্য, অমুক পল্লীর ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভার দান, অমুক প্রাচীন পুরাণ সকল প্রকাশ করচেন, তাঁকে

সাহায্য দান, অমুক মহৎ লোকের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের সাহায্য, এই রকম এক একটী ফনে আজ কাল অনেকেই বেশ দশ টাকা রোজগার কচ্চেন। আর এক রকম জোচ্চুরী উঠেছে, সম্বাদ পত্র বা মার্গজীন প্রকাশ, কেউবা একখানি দৈনিক সম্বাদ পত্র, কেউবা একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র, কেউবা মেগেজিন মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ছলে, দুই এক নম্বর না হয় দু এক মাস কাপজ খানি চালিয়ে, গ্রাহকদের নিকট থেকে বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক সবস্ক্রিপসন আদায় করে আত্মসাৎ কচ্চেন। এই সকল ইংরেজী জোচ্চুরি সভ্য ইংরেজদের আমল থেকেই এদেশে প্রচার হয়েছে। হারানন্দ বাবু "র ইউত," বিশেষ তাঁর গৌরব ইচ্ছা এখন হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চন গঙ্গার ন্যায় অতি বড়, কিসে তিনি সমাজে দেশহিতৈষী বলে গণ্য হন, সেই আশয়ে দোচোকোর্‌ত্র সবস্ক্রিপসন বইয়ে মোটা টাকা সই করতে লাগলেন। সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা বাবুর সুখ্যাতি লিখবে বলে মায় এক পয়সা মূল্যের কাগচ থেকে সত্তর টাকা দামের কাগচের গ্রাহক হলেন। কোন গ্রন্থকার কোন পুস্তক ছাপিয়ে বাবুকে উপহার স্বরূপ পাঠালে ঐ গ্রন্থকারকে দশ টাকা দিয়ে তার উৎসাহ বর্দ্ধন করতেন। ক্রমে হারানন্দ বাবু বিদ্যানু-রাগী, দেশহিতৈষী বলে সমাজে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, গ্রন্থকার আর চাঁদাওয়ালাদের জ্বালায় বাবু ব্যতিব্যস্ত, মুরগী নাটক, মেয়ে মানুষের মাথায়, টিকি, কলির দশ দশা, বেশ্যার দশ দশা আদি যে কোন কেতাব ছাপা যন্ত্র

রে[illegible]রীনং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্ ॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ১১

কলিকাতা শনিবার। ২০শে আষাঢ়। ইং ৩রা জুলাই।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
যাণ্মাসিক	,,	২।০ ,,
মাসিক	,,	।৵০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাশুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে। মফস্বলের গ্রাহকদের নিকট মাসিক হারে মূল্য লওয়া হইবেক না।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঁক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

থেকে বার হোতে লাগল, সকল গুলিই বাবুর কাছে উপহার স্বরূপ আসতে লাগল। আর ক্লব, লাইব্রেরি, এসোসিএয়সন, প্রভৃতি রিফরমেসনের এডের প্রার্থনায় বাবুর হেড গরম করে তুললে।

যাঁর আয় অল্প আর ব্যয় অধিক, তাঁর অবস্থা শীঘ্রই শোচনীয় দশায় পরিণত হয়ে থাকে; হারানন্দ বাবুর দশাও দিন দিন হ্রাস হতে লাগল। বাবু এখন যৌবন মদে মত্ত, তাতে বোনেদী বড়মানুষের ছেলে, টাকার অভাব থাকলেও দালাল আর চোটাখোর সুদ-খোরদের অনুগ্রহে অভাব নাই, বিশেষ বাবুর নাম কেনবার ইচ্ছা থাকায় হাতটা দরাজ ছিল, সুতরাং বদ-মায়িসী আর বাহাদুরী এই দুটার জন্য দিন দিন দেনা বাড়তে লাগল; কিন্তু হারানন্দের তখনও লেজে পা পড়ে নি। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে বাবু বিদ্যালয় থেকেই বদমায়িসী আর বেলেল্লাগিরীতে ফাজীল হন, সুরাপান, হোটেলে খাওয়া প্রতি রাত্রেই হয়ে থাকে, এখন এ দুটী রোজকী বন্দোবস্তের সামিল। সহরের প্রধান হোটেলের বইয়েতে হারানন্দ বাবুর নাম, সহরের প্রধান প্রধান হুজুরদের নামের লিষ্টির মধ্যে উঠেছে, আহার করে আসবার সময় কেবল একটা সইয়ের আবশ্যক করে। সা, সেন, লা, পাল, লিমিটেড কোম্পানির সকল দোকানেই বাবুর চলতি খাতা, অনলিমিটেড ক্রেডিট, প্রতি দিনই ঐ সকল কোম্পানির দোকান থেকে কেস কেস সেরি, স্যাম্পিন, ব্র্যাণ্ডি আর পোর্ট বাবুর

বাড়ীতে রপ্তোনি হোত। সহরে কতকগুল বড় মানুষের ছেলে আছে, তাদের বাপ পিতামহরা বড় কৃপণ, বাড়ীতে চার খানি রুটী (ঘি মাখা নয় শুকন) আর ঘণ্ট, রাত্রের জলপান বরাদ্দ, এই হবু হুজুরেরা যেখানে খাবারের ভাল যোগাড় দেখেন, ফলারে বামুনের মত আর অনাহুত রেও ভাটের মত সেই খানে গিয়ে আড্ডা নেন। এই দলের কতকগুলি হারানন্দ বাবুর বন্ধু ওরফে ইয়ারের শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন, এই মহাত্মারা বেলা পাঁচটা হতে না হতে বাবুর বৈটকখানায় এসে হাজীর হতেন, আর বাবুর লেজ ধরে হোটেলে প্রসাদ পাবার প্রত্যাশায়, বাবু যখন হাওয়া খেতে বের হতেন, কেউ বাবুর গাড়ীর সামনের সিটে, কেউ বা বাবুর বাঁ দিকে বসে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন।

হারানন্দ বাবু ক্রমে সহরের মধ্যে সকল বিষয়েই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, তিনি ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত, রিফরমেসনের প্রধান এডভোকেট, সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য।

দালালেরা দেখলে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, বাবুর এখন খরচ এত বেড়ে উঠেছে যে, টাকা ধার করতে হবেই হবে, তখন তারা একটু ভারি হয়ে গা ঢাকা দিলেন। দালালেরা যাগী, যা মনে করেছিল তাই ঘটল, দুদিনের পর তিন দিনের দিন, হারানন্দ বাবুর বরকন্দাজ রামসুন্দরের বাড়ীতে হাজীর, বাবু দালাল মহাশয়কে ডেকেছেন। রামসুন্দর বৈকাল বেলা ভুঁড়ির

উপর কাপড় পোরে, মীরজাফর সাহেবের উচ্ছিষ্ট গাত্রাবরণ মেরজাই পোরে আর গোঁপে টাট্‌কা কলপ দিয়ে সভ্য বেশে বাবুর কাছে হাজীর হলেন। বাবু রামসুন্দরের সঙ্গে লোকদেখান গোচের দুই চারটে মিষ্টালাপের পর, পাঁচ মিনিটের জন্য দালালকে সঙ্গে লয়ে প্রাইভেট হলেন। নির্জ্জনে দালালের সঙ্গে বাবুর যে সকল কথাবার্ত্তা হয়েছিল, হুতম সেগুলি শুনতে পেয়েছিলেন। পাঠক! এমন মনে করবেন না যে, হুতমের ইভসড্রপিং রোগ আছে, তা নয়, হুতম এক দিন রাত্রে হারানন্দ বাবুর নিজ মুখেই তাঁর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত কিরূপে হয় সেইটী আনুপূর্ব্বিক শুনেছিলেন। বাবুর টাকার প্রয়োজন, দু এক দিনের মধ্যে টাকা না হলে চলবে না আসচে শনিবার তাঁর বাগানে ফিষ্ট হবে, সহরের উচুঁ দরের হজুরদের মধ্যে অনেকের শুভাগমন হবে, তাঁদের রিসেপসন জন্য টাকার বড় দরকার হয়েছে। দালাল বল্লেন, "বাবু আজ কাল টাকার বাজার বড় মাগ্গি, বেঙ্কে সুদের রেট এক পারসেণ্ট বাড়িয়েছে, টাকা পাওয়া ভার।" হারানন্দ বাবু প্রত্যুত্তরে বল্লেন "না হয় এবার কিছু সুদ জেয়াদাই দোয়া যাবে, তার জন্য ভাবনা কি, মোদ্দা টাকা যেমন করে হয় স্থির করে আমায় কাল, নেহাৎ না হয় পরশু বুধবার সকালে এনে দিতেই হবে।" রামসুন্দর বাবুকে সন্তোষ করবার জন্য, মহাজনদের মৌখিক গোটাকতক গাল মন্দ দিয়ে, বাবুর কাছ থেকে বিদায় হয়ে, মনে মনে হাসতে হাসতে

টাকার যোগাড়ে সহরের অনেক ধনীর বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা কল্লেন।

বাবু দালালের সঙ্গে কথা কয়ে যখন বৈটকখানায় ফিরে আসেন, তখন সেখানে কোন বিচক্ষণ লোক উপস্থিত থাকলে, সে বাবুর বেজার বেজার মুখ খানি দেখবামাত্র বলতে পারত যে, বাবুর মনটা তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। হারানন্দ বাবু বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি যে দিন বালকিয়াতে পৌঁহুছেন, সেই দিন থেকেই তাঁর প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। সময়ে সময়ে যদিও তাঁর প্রকৃত অবস্থার বিষয় মনে উদয় হয়ে চিন্তিত করত, কিন্তু সেটী ভূমিকম্পের মত ক্ষণিক স্থায়ী, তৎক্ষণেই বাবুর মনথেকে অন্তর্ধ্যান করত। মনের ভাব মনেই রেখে বাবু ইয়ারদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় টপিকস অফ দি ডে কইতে লাগলেন, এমন সময় বৈটকখানায় বিবিধ প্রকারের ঘড়ীতে টিংটিং টুংটুং করে ছটা বেজে গেল, অমনি বাবু ইয়ারদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বাহির হলেন। সে সময়ে বাবুর উচ্চহাস্য আর বাবুর ইয়ারদের রামায়ণ গানের পেলেদের মত ঢো ধরা হাসির গটরা শুনলে কার সাধ্য যে মনে করে বাবুর মন 'ইজি নয়!' দালাল রামসুন্দর উপাধি গলাকাটা, বাবুর আজ্ঞামত টাকার স্থিরতা করে বাবুকে পরদিবসে সম্বাদ দিলেন, বাবু পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়ে এযাত্রায় সুদ কমিসন দালালি বাদে তিন হাজার টাকা পান।

বৃহস্পতি বার রাত্রে বাবুর বৈটকখানায় বড় ধুম,

বাবুর ইয়ারেরা সকলেই শশব্যস্ত, কেউবা নিমন্ত্রণের কার্ডের উপর বাবুর বন্ধুদের নাম লিখচেন, কেউবা হোটেলের মেনেজরকে খানার অর্ডর লিখচেন, কেউবা কত মদের আবশ্যক হবে তারি ইষ্টিমিট কচ্চেন, কেউবা রামা খেমটাওলার সঙ্গে সহরের সেরা ভাল খেমটাউলীর বাচ বিচার আর বায়না কচ্চেন, আর মাঝে মাঝে এত কাজের ঝন ঝটের মধ্যেও এক একবার উঠেগিয়ে পাশের ঘর থেকে এক এক পাত্র টেনে বুদ্ধির গোড়ায় জল দিয়ে আসচেন। গারড্‌ন ফিষ্টের আয়োজনেই শুক্রবার কেটে গেল, বাবুর বন্ধু বান্ধব সওয়ায় কয়েকজন সহরের বড় বড় হজুর, কট্‌থ্রোট কোম্পানি বিখ্যাত এটরণ—নি, দুচারজন ব্রিফলেস বেরিষ্টর আর গবর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ, "খাঁ" সাহেব আমন্ত্রিত হয়ে ছিলেন।

সময় কারও হাত ধরা নয়, কামিনীর যৌবনের মত, সুখের দিনের মত, দীপে তৈলের মত দেখতে দেখতে যায়। ক্রমে শনিবার উপস্থিত হলো। সহরের উত্তর সীমা খাল পারে কাশীপুর নামে একটী পল্লী আছে, সেখানে সহরের হজুরদের অনেকেরি বাগান আছে, আমাদের হারানন্দ বাবুর বাগানটীও সেই পল্লীর মধ্যে। বাবুর পিতা এই বাগানটী দশহাজার টাকায় খরিদ করেন, শোনা যায় তিনি নাকি দাঁওয়ে পান, কারণ এই বাগান-টীর উচিত মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। দোতালা পাকা বৈট-কখানা, উপর নীচে দুটো হল, আট্‌টা ছোট বড় কামরা, স্বতন্ত্র রান্নাবাড়ী, আস্তাবল, ছটা পুষ্করিণী, আট টা

বাঁদা ঘাট, তার মধ্যে চুটীর উপর চাঁদনী, চারিদিকে প্রাচীর, দুটো গেট, মালীদের থাকবার জন্য চারটি এক-তলা ঘর আর তেতাল্লিশ বিঘে জমী। হারানন্দ বাবু বয়ঃ-প্রাপ্ত হয়েই বাগানটী ভালকরে মেরামত করে ছিলেন, আর বিলাসের আবশ্যকীয় উপকরণের দ্বারা যথাবিধি সজ্জিত করেছিলেন।

ক্রমে প্রভাকর সমস্ত দিবস দ্বিপদ জানোয়ারদের জোচ্চুরি বাটপাড়ী বদমায়িসী দেখে ঘৃণায় আর লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে মানে মানে অস্তাচলে প্রস্থান কল্লেন, মনু-ষ্যের প্রকৃতির মতন অন্ধকার সময় পেয়ে সন্ধ্যা সখীর সহিত রজনী নাথের অনুসরণে বাহির হলেন, পুষ্পেরা দিবাভাগে মনুষ্যের কুকার্য্যের সৌরভে পরাজিত হয়ে শুষ্ক মুখে অবস্থান কচ্ছিল এখন বন্ধুরূপী সন্ধ্যা বায়ুর মৃদু মন্দ হিল্লোল প্রবোধে আশ্বস্থ হয়ে পুনর্ব্বার আপন আপন সৌরভ বিস্তার করতে লাগল, স্বীয় কান্ত দিন-মণিকে অস্তমিত দেখে পদ্মিনীর প্রফুল্ল বদন মলিন হলো, কুমদিনী পদ্মিনীর অবস্থা দেখে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন, চক্রবাক মিথুনেরা প্রদোষ উপস্থিত দেখে বিষণ্ণ মনে পৃথক হলেন আর বাদুড় ও পেঁচকেরা হৃষ্ট মনে দলবদ্ধ হয়ে আহারান্বেষণে কোটর থেকে বাহির হলেন। স্বভাবের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে কোন বিষয় একের পক্ষে দুঃখাবহ হলেও সহস্রের সুখপ্রদ হয়ে থাকে!

পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার পর পথে বড় একটা লোক জন

চলা ফেরা করে না, গেঁও কুকুর আর শিয়ালেরা তখন পগার আর ঝোপ নিভৃত আশ্রয় হতে বার হয়ে মনের সুখে খানদানী চালে বিচরণ করে থাকে, কেবল এক একবার নেড়ী কনষ্টেবলের বার হলে কুকুরগুল ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে ছুটে পালায়, আর শিয়ালেরা লেজ মাথায় করে রাস্তার এক ধার থেকে অপর ধারে সরে দাঁড়ায়।

হারানন্দ বাবুর বৈটকখানা আর বাগান এখন আলোক মালায় সুশোভিত, নন্দন বন অথবা অমরাবতী বাবুর বাগান বাড়ীর কাছে আজ সৌন্দর্য্যে পরাজিত। বৈটকখানার প্রথম তলের হলে ডিনরের আয়োজন হয়েছে, চারখানি টেবিল একত্র করে, তারি উপর শুভ্র কাপড় পেতে থরে থরে ডিস, চামচ, কাঁটা, ছুরি, হরেক রকমের গ্লাস আর রকমওয়ারী সলট্, রাই আদি বিবিধ দ্রব্যের আধার সজ্জিত হয়েছে, চল্লিশ জনের আহারের মত সকল সামগ্রী আর উপকরণের যোগাড়ের জন্য তকমাওয়ালা খানসামা খিজমদগারেরা কোমরবন্দের উপর এক একখানি আদ ময়লা টৌয়ালে বেঁদে ঘুরে বেড়াচ্চে, সকলেই শশব্যস্ত, দেখলে বোধহয় যেন লাটিমের মত বোঁ বোঁ করে ঘুর্চ্চে।

বাইজী, খেমটাওয়ালী, ভেড়ুয়া, সপরদা ওগায়রহ বাজে লোকের জন্য রান্নাবাড়ীতে চার জন বামুন পোলাউ, কালিয়ে, কোরমা, কোপ্তা আহারের দ্রব্য প্রস্তুত কচ্চে, ছুটো খাসী বেলা ছুটোর সময় বাগানের বাদাম

তলায়, একখানি ভোতা দা দিয়ে একশো বত্রিশ চোটে কাটা হয়েছে।

প্রতিমূর্ত্তি।

সহরের বড়মানুষদের আপন আপন খোস চেহারার ছবি আঁকানো, এটী তাঁদের উঁচু সমাজের ফেসন। কিন্তু বিচক্ষণ চিত্রকরেরা হজুরদের ছবি আঁকতে এক-টুকো যত্ন বা শ্রম করে না, বাবুর ভাগ্যে আর তাদের হাতযশে যা বার হয়, সেইগুলিই পোরট্রেট নামে বিখ্যাত হয়ে বাবুর বৈটকখানা শোভিত করে। চিত্রকরদের এরূপ অযত্নের কারণ দুটী—একটী, বাবুর হুকুম যাতে ছবিখানি ভাল দেখায় সেই রকম করে আঁকতে, যাঁর রং ডেমারটিনের মত কাল, তাঁকে ফুট গৌরাঙ্গ আঁকতে হবে, যাঁর আমার মত কুটুরে চোক, তাঁর চক্ষু দুটী প্রশস্ত আঁকতে হবে; আর একটি কারণ, হুজুরেরা যে সব পোসাক পোরে ছবি আঁকান, সেই পোসাকগুলি অতি আশ্চর্য্য ও চমৎকার। দুপুরুষ পরে, বাবুদের পৌত্তুর বা প্র-পৌত্তুর এই সকল ছবিগুলি দেখলে অবাক হয়ে ভাববে যে এই ছবিগুলি কোন্ জাতির ও কোন্ মহা পুরুষেরদের। পাঠক! ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত কাল রং, পেণ্টুলন ও কোট পরা, মাথায় ধুচনীর মত টোপর, আর লম্বা দাড়ী এই রকম একখানি ছবি দেখলে, কে বলবে

যে এখানি ভেতো বাঙ্গালী কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি! তিন হাত ফাঁদের ঢিলে পায়জামা, বুক কাটা কারচোবের কাবা, মাথায় মোড়াসা, পাদপদ্মে লক্কাই জরীর জুতো, গলায় হিরের কণ্ঠি, আর দশ আঙ্গুলে পাঁচ ছয় ত্রিশটী আংটী, এই অবয়ব দেখলে কে বলবে যে ইটী সাক পাতাভোজী আর্য্যসন্তানের প্রতিমূর্ত্তি! চুড়িদার পায়জামা, ঢিলে আস্তেন চুনোট করা আলখাল্লা, খিড়কিদার পাগড়ী, অথবা পেণ্টুলন, হাপচাপকান হাপ কোট, চক্ষে চশমা, দীর্ঘ দাড়ী আর মাথায় কেপ, কিম্বা ইংরেজদের বাবুরচি খানসামার মত পোসাক পরা, প্রভেদ কেবল পায়ে বুট জুতো আর মাথায় সামলা, অথবা দোয়াসলা—না চুড়ীদার পায়জামা, না পেণ্টুলন, না কোট না চাপকান, লেজওয়ালা পাগড়ী, ওয়াচ গারড আর বারাণসী কোমরবন্দ, ইত্যাদি রকমের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা শোভিত হজুরদের বৈঠকখানা, তাঁদের ওয়ারিসানেরা দেখলে কখনই বিবেচনা করতে পারবেন না, যে এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি আমার পিতা পিতামহের। ইস্তক [illegible] আমলারীর আমল থেকে ইংরেজদের রাজত্ব [illegible] নবাব, সুব, রাজা রাজড়া আমাদের এই হতভাগ্য ভারতকে পদতলে দলিত করেছেন, তাঁদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট বিলাসের চিহ্ন, আমাদের বর্ত্তমান হজুরদের পোসাকে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন লোক দাসত্ব করলে, সে যেমন স্বাধীন হলেও তার পূর্ব্ব দাসত্বের ভাব ভুলতে পারে না, আমাদের বড়মানুষ

হজুরেরাও সেইরূপ বহু দিন থেকে, নবাবী আমল থেকে, গোলামী করে, এমনি অভ্যাস হয়ে পড়েছে যে আজও সেই দাসত্বের চিহ্ন পরিত্যাগ করতে পাচ্ছেন না। বড়-মানুষ বাবদের মৌরসেরা যবনের দাসত্ব করে মনিবদের হজুর হজুর বলে মন জুগিয়ে হজুর শব্দটী এমনি তাঁদের শ্রুতি-সুখকর হয়ে উঠে ছিল যে, তাঁরা সেই শব্দটী আপনাদের অধীনদের মুখে সর্ব্বদা শুনে সুখবোধ করতেন, আর তাঁদের পরিবারেরাও পিতৃরুচি চলিত রাখবার জন্য সেই হজুর শব্দটী আজও বজায় রেখেচেন।

অদ্যাপিও তাঁদের গোলামী অর্জ্জিত ধনের সহিত স্বীয় স্বীয় উপাস্য পূজ্য প্রভুদের বেশ বিন্যাস আদব কায়দা গুলিও ওয়ারিসদের অর্পণ করে থাকেন। স্বাধীন আর অধীন এই দুই শ্রেণীর লোককে সমাজে দেখবা মাত্র স্পষ্ট টের পাবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বেশের সৃষ্টি হয়, যেমন পায়ের কড়া, কাণের মাকড়ী ইত্যাদি। আমাদের হতভাগ্য হজুরেরা এমনি সামান্য জ্ঞান রহিত, অল্প বুদ্ধি অজ্ঞান, যে সেই গোলামী অধীনতার চিহ্ন গুলি আজও আদরে কর্ণ ভুষণ ও চরণ [illegible] ব্যবহার করেন। মল, মাকড়ী ইত্যাদি গহনা [illegible] বা ব্যবহার আর্য্যদের শাস্ত্র মধ্যে কোন খানেই দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠক! আমাদের বড় মানুষের, সভ্য বড়মানুষের বাড়ীর স্ত্রী লোকের এই নিম্ন অঙ্কিত ছবিখানি, দুকানে দশটা করে এক কুড়ি মাকড়ি, হাতে চুড়ী, দম্‌দম্‌, জসম, গলায় চার আঙ্গুল চৌড়া ডায়মান কাটা

চিক্, পাদ পদ্মে চার গাছা কোরে আট গাছা মল্, আর কোমরে চন্দ্রহার, জামা গায়ে, ফিন ফিনে ফরাস ডাঙ্গার পাচাপেড়ে সাড়ী পরা, যদি তাঁদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ আমেরিকার ভুততত্ত্বের প্রভাবে অবতীর্ণ হয়ে দেখেন, তাহলে কি তিনি ঐ ছবিখানি তাঁর পবিত্র বংশের কুল-বধুর বলে চিনতে পারবেন, কখনই নয়!

পেঁচোপোদ্দারের ছেলে বাবু নবকুমার রায় চৌধুরী।

পালেদের ঘরে সেই অবধি মা লক্ষ্মী বাঁধা, ক্রমে নানা উপায়ে পালেদের অবস্থা উন্নতি হয়, এখন পালেরা এক ঘর বিখ্যাত ধনী, পলাবেড়ের পালেদের মত ধনী পূর্ব্ব রাজ্যে প্রায় নাই বল্লেও হয়। শুভ লগ্নে পালজীর কন্যার সহিত পোদ্দার মহাশয়ের পৌত্তুরের লগ্ন পত্র হলো, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই কিছু কিছু পত্রের বিদায় পেলেন আর ভাট ফকীর কেঙ্গালী যারা পত্রের খবর পেয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তারাও যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পেয়ে পালজী আর পোদ্দার মহাশয়ের জয়জয়কার শব্দে গ্রাম তোলপাড় করেছিলো। বিবাহের বড় ধুম! সহরে হুজুক উঠল নবকুমার বাবুর ছেলের বিয়ের ছ লাক টাকা বরাদ্দ, এমন বিয়ে কেও কখন দেখেনি, এবিয়ের

কাছে কোথায় বা বিখ্যাত মল্লিক বাবর ছেলের বিয়ে লাগে।

বিবাহের দিন ক্রমশ ঘুনিয়ে এল, প্রতি দিন তিন চার খানা কিস্তি কলকেতা থেকে বিবাহের দ্রব্যাদি বোঝাই নিয়ে, বাবুর দেশে রওয়ানা হোতে লাগল, পাঁচ হাজার জোড়া শাল, এক হাজার বনাত, দুহাজার, গরদের জোড়, আড়াইশো খানা বেণারসী সাড়ী আর সোনার নোহা নত দেশস্থ ব্রহ্মণ পণ্ডিদের দেবার জন্য কলকেতা থেকে পাঠান হলো, বিবাহের পোনের দিন থাকতে বিয়ে বাড়ীতে নহবৎ বোসে ছিল।

নবকুমার বাবুর প্রধান মোসাহেব হালদার * মহাশয়ের পরামর্শে, কলকেতার বড় মানুষদের আর হালদার মহাশয়ের জানবিত বামুন পণ্ডিতদের সামাজিক দেওয়া সাব্যস্ত হয়ে, এক এক পিতলের কলশী, তাতে আদ ছটাক তেল, এক এক খানি পিতলের শালবোট তার উপর গেদড়া কন্দ আতর আর গোলাপ, এক এক খানি ঢাকাই গুল বাহার সাড়ী আর সোনার নোহা ও নত, এই সকল সামগ্রী সওগাত পাঠান হলো। শুনা যায় কলকেতার

---

* হুতুম তাঁর কর্ম্মাধ্যক্ষের মুখে অত্র সহরের জনৈক বিখ্যাত হালদার মহাশয়, তাঁকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে এরূপ আক্ষেপ করেছেন শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। হুতম মুক্তকণ্ঠে বলচেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে এ পুস্তকে কোন কেরেকটর চিত্রিত হয় নাই, তবে আপন প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে দেখলে অনেকেই স্বীয় স্বীয় প্রতিবিম্ব হুতমে অধিক দেখতে পাবেন।